পালিভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত

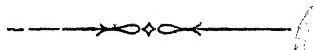
প্রভাবতী

বা

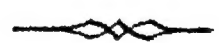
সিংহল বিজয়

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস প্রণীত



"দেবি বাণী সর্ব্বদেব-পূজ্যপাদ-পঙ্কজে।
বেদমাতরাত্মতত্ত্বদায়িনীনিসর্গজে ॥
ত্বংহি সর্ব্বজীব কণ্ঠবাসিনী সুভাষিণী।
অজ্ঞানান্ধকাররাশি নাশিনী সুকাষিণী ॥
মূলতত্ত্বরূপিণী মুরারিচিত্ত-তোষিণী।
ত্বৎ-পদাব্জ-সেবি-ভক্ত-ভৃঙ্গ-পংক্তি-পোষিণী।
সংবিধেহি সংপ্রসীদ শান্তিরূপ-ধারিণী।
ত্বৎ-স্বকৃপৈব-কেবলৈহ চিত্ত-দৈন্য-হারিণী ॥



কলিকাতা।

২০১নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে'
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩০৩।

কলিকাতা
১৭নং মদন মিত্রের লেন "বেঙ্গল প্রেস" হইতে
শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত।

উৎসর্গপত্র

মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র

মহোদয় সমীপেষু

মহাত্মন্ !

আপনি এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের প্রথম ও প্রধান উৎসাহদাতা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। কারণ আপনি যখন এই পুস্তকের হস্তলিখিত কপি প্রায় আদ্যোপান্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আমাকে এই পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে আর্থিক ও বাচনিক উৎসাহ প্রদান করিলেন, তখনই মহাশয়ের হৃদয়ের মহত্ত্ব ও উদারতার পরিচয় পাইলাম, সেই অবধি এই পুস্তকখানি মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিব বলিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া ছিলাম, এক্ষণে পুস্তকখানি মুদ্রিত হইলে সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলাম।

১লা অগ্রহায়ণ
১৩০৩ সাল

বিনীত নিবেদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস

ভূমিকা

পালী ভাষায় লিখিত সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস মহাগ্রন্থ "মহাবংশের" মূলঘটনা অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই—বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে একজন নরপতি ছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম বিজয়সিংহ। বিজয়সিংহ স্বীয় সঙ্গিগণের সহিত রাজ্যে অতিশয় উপদ্রব করিতেন। এই জন্য সিংহবাহু নিজ পুত্রকে সঙ্গিগণের সহিত নির্ব্বাসিত করেন। বিজয়সিংহ ৭০০ সাত শত সঙ্গীর সহিত সমুদ্রপথে লঙ্কায় গমন করেন। তথায় সেই দ্বীপের অধিষ্ঠাতৃদেব "উপ্পলবর্ণ" (উৎপলবর্ণ = বিষ্ণু) তাপস মূর্ত্তিতে তাঁহাদিগকে দর্শন দেন। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে যক্ষমায়া হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজ কমণ্ডলুর পবিত্রজল তাঁহাদের দেহে সেচন করিলেন, হস্তে মায়াবারক সূত্র বন্ধন করিয়া দিলেন এবং দ্বীপের নাম প্রভৃতি বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে একটী যক্ষিণী কুক্কুরী বেশে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিলে বিজয়ের একজন অনুচর গ্রামের সন্ধানে তাহার সহিত প্রস্থান করিলেন। পরে যক্ষিণী কুবেণীর সন্নিধানে উপনীত হইল। যক্ষিণী একটী সরোবর তীরে উপবিষ্ট হইল। বিজয়ের অনুচর এই সরোবরে স্নান ও মৃণালাদি ভক্ষণ করিলেন, এবং মায়া মোহিত হইলেন, কিন্তু যক্ষিণী মায়াবারক সূত্রের প্রভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারিল না। তখন সে ঐ সূত্র ত্যাগ করিতে বলিল, কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। তখন যক্ষিণী তাঁহাকে আপনার ভূগর্ভ-গৃহে লইয়া যাইয়া বদ্ধ করিল। এইরূপে বিজয়ের ৭০০ সাত শত সঙ্গী একে একে বদ্ধ হইলে যুবরাজ বিজয় যক্ষিণীকে দেখিতে পাইলেন কিন্তু

তিনি বাদানুবাদ না করিয়া যক্ষিণীকে আক্রমণ করিলেন। সে পরাস্ত হইয়া বিজয়কে বিবাহ করিল ও তাঁহার অনুচরদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। যক্ষিণী মানবকে বিবাহ করার অপরাধে যক্ষগণ কর্ত্তৃক হত হয়। পরে যুবরাজ বিজয় পাণ্ড্যবংশীয় এক রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া সিংহল রাজ্য স্থাপন করেন।

অনেকের বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা বা বঙ্গদেশবাসীরা চিরকাল হীনবীর্য্য ও যুদ্ধকার্য্যে অপটু। তাঁহাদের সেই ভ্রম অপনোদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বঙ্গরাজকুমার বিজয় ৫৪৩ পাঁচশত তেতাল্লিশ পূঃ খৃঃ ৭০০ সাত শত মাত্র সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া লঙ্কাদ্বীপ অধিকার করেন—ইহা স্বদেশ-গৌরবাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের পক্ষে অল্প গৌরবের কথা নহে। তদ্বিবরণ বর্ণনা করাই আমার এই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য।

এই দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে "ভার্গব, সৌদামিনী, প্রভাবতী, মন্ত্রী, জয়সেন, বিরূপাক্ষ এবং বিশালাক্ষ" ব্যতীত আর সকলই ঐতিহাসিক।

এইগ্রন্থের সহিত বিজয়সিংহ ঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনার অবিকল ইংরাজি পুস্তকের শেষভাগে পরিশিষ্ট আকারে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, অধিক বিলম্ব হইবে বলিয়া এক্ষণে দেওয়া হইলনা। যদ্যপি ঘটনা বৃহৎ হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির-হইবে। অগ্রিম মূল্যদাতাগণ সেই মুদ্রিত পুস্তক পরে পাইবেন।

১লা অগ্রহায়ণ
১৩০৩ সাল। — শ্রীকালীপ্রসন্ন দাস।

দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

দেবগণ।

বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন।

দেবীগণ।

বীণাপাণি, শচী, দৈববাণী।

পুরুষগণ।

কালসেন—যক্ষরাজ।

জয়সেন—রাজসহোদর।

বিশালাক্ষ, বিরূপাক্ষ—যক্ষসেনাপতিদ্বয়।

সিংহবাহু — সিংহপুরের রাজা।

বিজয় —— সিংহবাহুর পুত্র।

সুমিত্র—বিজয়ের কনিষ্ঠ।

অনুরাধ, উর্দ্ধবেল, বিজিত—বিজয়ের প্রধানসখাত্রয়।

ভার্গব —— সিংহপুরের বণিক।

মন্ত্রী, দূত, ঋষি।

স্ত্রীগণ।

পশুমিত্রা— যক্ষরাণী।

কুবেণী—অপর এক যক্ষবালা।

স্ত্রীবল্লী—সিংহপুরের রাণী।

প্রভাবতী—ভার্গবের কন্যা।

সৌদামিনী—প্রভাবতীর সখি ও দাসী।

সখিগণ।

সবিনয় নিবেদন।

নানা কারণ বশত এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য গ্রন্থকার—উৎসাহদাতা ও গ্রাহকগণের নিকট (বিলম্ব হওয়া হেতু ত্রুটির জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, আশা আছে, সুহৃদয় গ্রাহকগণ সকলেই নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

১লা অগ্রহায়ণ }
১৩০৩ সাল }

বিনীত নিবেদক
গ্রন্থকার

প্রভাবতী

বা

সিংহল-বিজয়।

(ঐতিহাসিক দৃশ্যকাব্য)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জগতের প্রান্তভাগ—লোকালোক পর্ব্বত।

(বিষ্ণু আসীন—ইন্দ্রের প্রবেশ)

ইন্দ্র।—প্রণমি মাধব আমি তব পদাম্বুজে।

বিষ্ণু।—জ্ঞাত আছি আমি দেব নমুচি-সূদন!
পাইয়াছ ত্রেতাযুগে তুমি মহাক্লেশ,
দিয়াছে অনেক কষ্ট দুর্ব্বার রাবণ,
সে দুঃখ তোমার দেব হ'লে অবশেষ
পুনরায় তথা দেখি যক্ষ দুরাচার,—
(না পারে সে ভার আর সহিতে ধরণী,)
পীড়িছে সকলে বহু ক'রে অত্যাচার,
মহা বলীয়ান সেই যক্ষকুল-মণি।

যথা শ্বেতদ্বীপ 'পরে শ্বেতপদ্মাসনা,
যাও ইন্দ্র তুমি তথা উল্লসিত মনে,
মন্ত্রণা-কৌশলে তিনি পরম নিপুণা,
বিরাজেন যথা দেবী কমল আসনে।
সেথায় তাঁহার সহ করিয়া মন্ত্রণা,
পাঠাও বিজয়ে বঙ্গাধিপাত্মজ বীরে
লঙ্কাধামে—দেবতার ঘুচিবে যন্ত্রণা,
জানিও সে দুরাচার মরিবে অচিরে।

ইন্দ্র।—ওহে নারায়ণ তব চরণ-যুগলে,
কোটি কোটি শত কোটি নমি কুতূহলে।
যে পদ-কমল সেবা করেন কমলা,
তাহার মহিমা ওহে কার সাধ্য বলা।
যে পদ-পঙ্কজ-রজঃ কণা মাত্র পে'য়ে,
পাষাণ মানবী হয় পাপ-মুক্ত হ'য়ে।
পতিত-তারণ কর্ম্ম যদি হে তোমার,
এ দীনে তারিতে তবে কেন এত ভার?
তুমি না তারিবে যদি ওহে দয়াময়,
আমার কি বল, তব কলঙ্ক নিশ্চয়।
দীননাথ কৃপাময় আছে যদি নাম,
না করিয়া কৃপা তবে কেন হবে বাম।
আমি না ছাড়িব প্রভু তোমার চরণ,
ও পদ-কমলে দেব লইনু শরণ।

তোমার আদেশে যাই অস্তগিরি চূড়ে,
মন্ত্রণা করিয়া আমি আসিব সত্বরে।

বিষ্ণু।—আমিও চলিনু তব কার্য্যসিদ্ধি তরে,
সত্বর আসিবে তুমি কার্য্যসিদ্ধি ক'রে।
বিলম্ব করিয়া আর নাহি প্রয়োজন,
ত্বরায় গমন কর বাণীর সদন।

(বিষ্ণুর প্রস্থান)

ইন্দ্র।—কি কাজ তবে হে দেব বিলম্বে এখানে,
এই আমি চলিলাম বাণীর সদনে।

(ইন্দ্রের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অস্তগিরি।

মানস সরোবর।

(সখিদ্বয় সহ বীণাপাণি আসীনা)।

সখিদ্বয়ের গীত।

কমল কাননে, কমল আসনে, কমলবাসিনী রে।
আহা মরি মরি, কি রূপ মাধুরী, ভুবনমোহিনী রে॥
অতি অপরূপ, না দেখি স্বরূপ, ভুবন ভিতরে রে।
হেরিলে ইহাঁয়, মোহ দূরে যায়, হৃদি-তমঃ হরে রে॥

যত অলিকুল, হইয়া আকুল, বদন কমলে রে—
কমল ভাবিয়া, ভ্রমেতে পড়িয়া, ঘুরে দলে দলে রে ॥
বীণার বাদনে, সুমধুর তানে, মোহিত সকলে রে।
এই অস্তগিরি, রূপে আলো করি, বসেছে কমলে রে ॥

(শচী সহ ইন্দ্রের প্রবেশ।)

ইন্দ্র।—প্রণমি জননি আমি ও পদ-সরোজে।

বীণা।—জানিয়াছি আমি সব ধাতার সদনে,
অবনি মণ্ডলে যত যক্ষ অত্যাচার,
এবে যাও তুমি সুখে ফিরি নিজস্থানে,
ত্বরায় যক্ষের কুল হইবে সংহার।
অন্যায় গর্হিত কাজ সিংহবাহু-সুত,
করিবেন বারবার মম মায়াবলে,
ত্যজিবে ভূপতি পুত্রে হ'য়ে কোপযুত,
সহ পরিবার আর যত বন্ধুদলে।
লইবে কুমারে দেব তুমি সিন্ধুপারে,
স্বর্ণলঙ্কাধামে—সেই যক্ষরাজপুরে।

(সোহাগে শচীর মস্তকে কমল স্থাপন)

ইন্দ্র।—বন্দি মাতঃ বীণাপাণি ত্রিলোকতারিণি,
বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মময়ি ব্রহ্ম সনাতনি!
ওমা বাক্য-প্রসবিনি, বাগ্দেবি ভারতি,
তব পদ-কোকনদে করি মা প্রণতি!

শ্বেতপদ্ম-নিবাসিনি কল্যাণদায়িনি,
সপ্তস্বরা বীণাবাদ্য মৃদঙ্গবাদিনি !
শিরে শোভে ইন্দুকলা, কণ্ঠে মণিহার,
দেবের বিপদে মাতঃ করগো নিস্তার।
দেবতা অসুরে যাঁর সেবে গো চরণ,
আমিও লইনু মাতঃ ও পদে শরণ।
নিষ্কণ্টক কর দেবে, বধি যক্ষগণে,
কহিগে সকল কথা বিষ্ণুর সদনে।

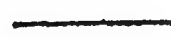
বীণা।—যাও হে দেবেন্দ্র তুমি সানন্দ অন্তরে,
দুর্ব্বার সে যক্ষরাজ মরিবে অচিরে।

শচী।—অনুমতি দেহ মোরে যাই ইন্দ্রালয়,
পুনরায় দেখা হবে দেবি তব সনে,
ত্রিলোকতারিণি দেবে দিলেন অভয়,
প্রণমি জননি তব অভয় চরণে !

বীণা।—দেবেন্দ্রমহিষি এস আশিষি তোমায়,
যক্ষদল-ভয়-মুক্ত হও গো ত্বরায়।

(ইন্দ্রের ও শচীর প্রণাম ও প্রস্থান)

(বীণাপাণির প্রস্থান)



তৃতীয় দৃশ্য।

সিংহপুর—জাহ্নবীর তটস্থ উদ্যান।

(সৌদামিনীর পুষ্প চয়ন)

সৌদামিনীর গীত।

মরি মরি কিবা শোভা ধরে উপবন।
ফুটিয়াছে নানাজাতি ফুল সুশোভন॥
বিমোহিত মন প্রাণ হেরি এ কানন॥
মোহন বদন খুলি, হাসে যত ফুলগুলি,
প্রেম ভরে ঢ'লে পড়ে হেরি প্রিয়জন।
বিলা'তে ফুলের বাস, পবনের কি উল্লাস,
পর ধন দিতে পরে আনন্দে মগন॥
ফুলের সৌরভ সনে, প্রেম উথলে প্রাণে,
সৌরভে আকুল সবে হারায় চেতন।
সৌরভে আকুল করে প্রেমিকের মন॥

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়।—(স্বগতঃ)

একি এ ? কামিনী এক নবীনা যুবতী !
পুষ্প তুলিবার তরে এসেছে সম্প্রতি,
কিবা এ রূপের আভা, জগজন মনোলোভা,
কেন এই রূপে আজি মুগ্ধ মম মতি,
ভাগ্যক্রমে হেরিলাম এই ভাগ্যবতী॥

দেখ আঁখি একবার, সুরূপের একাধার,
উপবনে প্রস্ফুটিত কনক কমল,—
বিমুক্ত-কুন্তলদাম করে ঝলমল।
চারু সুষমার খণি, দেখিতেছি এই ধনী,
কাদম্বিনী কোলে যথা স্থিরা সৌদামিনী,
ভাতিতেছে জ্যোতিঃ যেন পদ্মরাগ-মণি।
দৃষ্টিমাত্রে এ রমণী কাড়ি নিল মন,
কেমনে যাইব ত্যজি এই উপবন।

(প্রকাশ্যে)

কার কন্যা তুমি ধনি ? হেথা কেন একাকিনী ?
কোথায় বসতি ? তুমি কাহার রমণী ?
এ সুরম্য বনে কেন সুচারু-হাসিনি !
শশিমুখি ! কহ তুমি মম সন্নিধানে,
সুবদনে, পরিচয়ে জুড়াও পরাণ !
তৃষিত চকোরে তোষ বাক্য-সুধা-দানে,
নতুবা ত্যজিব প্রাণ, হে বিধুবয়ান !

সৌদা।—(স্বগত)

এ যে দেখি রাজপুত্র রমণী-বল্লভ,
রতিপতি রূপে বদ্ধ মম প্রেম-পাশে,
হেন সুপুরুষ দেখি জগতে দুর্ল্লভ,
চন্দ্র খসি পড়িল কি ভূতল-নিবাসে !

প্রভাবতী নামে এক সুরূপা রমণী,
আছে এই সিংহপুরে বণিক দুহিতা,
মম অনুরূপ রূপ ধরে সেই ধনী,
না চিনিবে কেহ মোরে আমি নবাগতা।
ভুলাইব এরে আমি তার পরিচয়ে,
বণিকের দাসী হয় মম সহচরী,
সাধিব এ কার্য্য আমি তার বুদ্ধি ল'য়ে,
অবশ্য আমার কথা শুনিবে সুন্দরী।

বিজয়।—পরিচয় শীঘ্র মোরে দেহ গো সুন্দরী,
কি ছলে ভ্রমিছ একা এই উপবনে,
আমার সহিত তুমি করোনা চাতুরী,
যা বলিবে বল হেথা আনন্দিত মনে।
খুলহ মনের দ্বার ষোড়শী যুবতী,
বড় হতভাগ্য আমি হে বিধুবদনে !
কৃপাদৃষ্টি রেখ তুমি এ অধীন প্রতি,
বাঁচাবে, মারিবে কিবা আশ্রিত এ জনে।

সৌদা।—একি কথা বল ওহে নৃপতিনন্দন !
তব দাসী যোগ্য কভু না হব রাজন্।
কি জিজ্ঞাস গুণমণি, কার কন্যা তুমি ধনি ?
তব প্রজা হই আমি ভার্গব-নন্দিনী,
শৈশব-বিধবা আমি চির-বিরহিণী।
জিজ্ঞাসিছ বীরমণি, হেথা কেন একাকিনী ?

পুষ্প তুলিবারে হেথা আইনু না জানি।
জিজ্ঞাসিছ বীরবর, কোথায় আমার ঘর ?
বাস মম সিংহপুর নগর সুন্দর !
ভার্গব বণিক সুতা নাম প্রভাবতী,
ছুঁয়োনাক অঙ্গ মোর হে রাজনন্দন !
ছাড় পথ যাই আমি—না রোধিও গতি,
ত্বরায় যাইব আমি আপন ভবন।

বিজয়।—এ কেমন কথা তুমি বল গো সুন্দরি !
কভু নাহি জানি রহে অমৃতে গরল,
ধরেছ কোমল তনু আহা মরি মরি,
কেমনে ত্যজিবে মোরে করিয়া বিকল।
যদি যাও বিধুমুখি না আশ্বাসি মোরে,
ভাসাইব তব পদ হে চারু-লোচনে !
ধরিলাম এই অসি দৃঢ় করি করে,
মম হৃদি-রক্ত-স্রোতে বধি এ জীবনে।
না পাই তোমারে যদি ওহে প্রাণধন !
কি ছার এ প্রাণ রাখি—দিব বিসর্জ্জন।

(অসি নিষ্কোষিত করণ, সৌদামিনীর
দ্রুতপদে গমন ও বিজয়ের হস্ত ধারণ,
বিজয়ের হস্ত হইতে অসি স্খলিত হওন)

সৌদা।—একি ভাব দেখি তব ওহে গুণাকর !
এ ভাব দেখিলে লোকে লাঞ্ছিবে বিস্তর।

কেন দেখি হেন ভাব, কিসে বা তব অভাব,
আমার পরম ভাগ্য তুমি হবে বর,
ডাকিবে যে বধূ বলে সিংহপুরেশ্বর।
যে অবধি হেরিয়াছি তব মুখশশী,
সে অবধি হইয়াছি যেন ক্রীতদাসী,
শুন তবে গুণমণি, যাহা কহে এ অধিনী,
হইলাম এবে তব প্রেম অভিলাষী,
ভুলনা আমারে পে'য়ে জনৈক রূপসী।
বরিলাম আজি হ'তে পতিত্বে তোমায়,
কি দোষ বরিতে পুনঃ কহ গো আমায়,
দেখ তারা মন্দোদরী, এরূপ অনেক নারী,
সতী পতিব্রতা বলি গণ্য এ ধরায়,
পতি গতে পুনঃ পতি ক'রে তারা হায়!
বাঞ্ছা, সুখে তব সনে কাটাইব কাল,
কুলটা বলিয়া শেষে না ঘটে জঞ্জাল।

বিজয়।—(সৌদামিনীর চিবুকধারণ করতঃ)
হেন বাক্য নাহি আর ব'লো বিধুমুখি!
তোমারে পাইয়া আমি হ'ব চিরসুখী,
তুমি মোর প্রাণধন, তুমি মোর এ জীবন,
তোমাতে আমাতে কিছু ভিন্ন নাহি দেখি,
মম হৃদ-পিঞ্জরের তুমি প্রাণপাখি।

সৌদা।—(চিবুক হইতে বিজয়ের হস্ত নামাইয়া)

গীত।

প্রাণে বয় প্রেমের তুফান তোমায় হেরে গুণমণি।
তুমি বিনা কেবা রাখে, এ তুফানে তরিখানি ॥
আমার এ দেহ-তরী, প্রেম বাণিজ্যে বোঝাই ভারি,
তুমি বিনা প্রেমিক কেবা, হবে এতে সুকাণ্ডারী—
প্রেমপূর্ণ তরী খানি, দিলাম তোমায় গুণমণি,
সুকাণ্ডারী হ'য়ে এতে, থাক দিবা রজনী ॥

বিদায় দাও প্রাণনাথ তুমি হে এখন !
ত্বরায় যাইব আমি আপন ভবন,
দাসী ভেবে গুপ্তদ্বারে, মমালয়ে ধীরে ধীরে,
আজিকার নিশাকালে দিবে দরশন,
পূরাব বাসনা তব শুন হে রাজন্।

(সৌদামিনীর প্রস্থান)

বিজয়।—একি ভ্রম ! কিম্বা আমি দেখিনু স্বপন !
দাঁড়ায়ে কি নিদ্রা-দেবী দিলা আলিঙ্গন !
কেন আজি হেন হয়, মনে নব ভাবোদয়,
কি জানি ঘটিবে কিবা কোন অঘটন,
সচঞ্চল কেন আজি স্থির চিত্ত মন !
শোভাহীন হেরি কেন আজি এ উদ্যান,
নিষ্কোষিত ভূ-লুণ্ঠিত কেন বা কৃপাণ,

সত্য হবে এ ঘটন, নহে এ ভ্রম স্বপন,
বরিবেন এ অধমে সে বিধুবয়ান,
যাইব সঙ্কেত স্থানে করিয়া সন্ধান।

(অনুরাধের প্রবেশ)

অনু।—অসম্ভব ভাব তব কেন দেখি সখে!
এ হেন নির্জ্জনে একা বসি কোন দুখে,
প্রকাশিয়া বল বল, আঁখি কেন সচঞ্চল,
বদন মলিন কেন কথা নাহি মুখে,
না সম্ভাষ আর মোরে দেখিয়া সম্মুখে।
বল সখে! ত্বরা করি আমারে এখন,
ভু-পতিত খড়্গ তব বল কি কারণ?
বাস যার রিপু-হৃদে, সে কেন ধরণী-হৃদে,
অভিমান ভরে যেন মলিন বরণ।
বীরের জীবন ধন ধূলাতে শয়ন?
কহ মিত্র বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন,
তব মুখ দেখি মম দহিছে জীবন,
দেখে প্রাণ ফেটে যায়, চিত্র পুত্তলিকা প্রায়,
দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি হারায়ে চেতন,
অন্তরে কি ফুলবাণ হানিল মদন?
বিজয়।—কি বলিব সখে আর আসি এ কাননে,
মন্মথ-পীড়নে বুঝি মরিনু জীবনে,

নাহি সরে বাক্য আর, এ জীবন অতি ভার,
কভু না রাখিতে পারি তাহারি বিহনে,
কেমনে পাইব আমি বল সেই ধনে।
রমা-জিনি রূপে রামা অতি রূপবতী,
ভার্গব বণিক সুতা নাম প্রভাবতী,
যেন সুবর্ণের খণি, দেখিলাম সেই ধনী,
জিজ্ঞাসিয়া জানিলাম এখানে বসতি,
মিলাইয়া দেহ সখে তাহার সংহতি!

অনু।—উতলার কার্য্য নয়, ধৈর্য্য ধর ধীর,
ইন্দ্রিয় দমনে তুমি হও মহাবীর,
প্রভাবতী নাম ধারী, আছে বটে এক নারী,
নিরূপম রূপ তার—কোমল শরীর,
মিলাইয়া দিব তারে না হও অস্থির।
কেমনে হেরিলা তারে, কহ তুমি তা আমারে,
কিবা কথা সেই ধনী কহিলা তোমারে,
যাহাতে উন্মত্ত হ'য়ে ভাস দুঃখ-নীরে।

বিজয়।—কি আর বলিব সখে, করিতে ভ্রমণ,
উপনীত হৈনু যবে আসিয়া কানন,
দেখিলাম এক নারী, যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী,
রূপেতে করেছে আলো এই উপবন,
আপন গরবে পুষ্প করিছে চয়ন।
জিজ্ঞাসিনু কেবা ধনী, হেথা কেন একাকিনী?

কোথায় বসতি তব ? কাহার রমণী ?
এ সুরম্য বনে কেন সুচারু হাসিনী ?
কহিল আমারে ধনী, কি জিজ্ঞাস গুণমণি,
তব প্রজা হই আমি ভার্গব-নন্দিনী,
শৈশব-বিধবা আমি চির-বিরহিণী।
কহিল সে বরাননী, হইনু তব অধিনী,
বরিলাম আজি হ'তে পতিত্বে তোমায়,
সুন্দরী পাইয়া যেন ভুলনা আমায়।

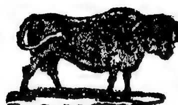
অনু।—চন্দ্র সূর্য্য আদি যারে দেখেনি নয়নে,
(না পারি বুঝিতে আমি কেমন ঘটনা),
একাকিনী কেন ধনী আসিবে এখানে,
কিছু নয়, বোধ হয়, দেবের ছলনা!
কোন্ দেব কোন্ ছলে পাতি মায়াজাল,
না জানি ঘটাবে কিবা তাই ভাবি মনে,
অবশ্য ঘটিবে কোন বিপদ জঞ্জাল,
ঘটিবে তাহাই যাহা বিধাতার মনে।
বাল্যকালে যবে মোরা জনক আলয়ে,
খেলিতেছি দুই জনে মিলি পরস্পরে,
আসিল জ্যোতিষী এক—চমকিনু ভয়ে,
বীরেন্দ্র-দেবেন্দ্র-সম হেরিয়া তাঁহারে।
নিশ্বাস ফেলিয়া পুনঃ হাসিল ব্রাহ্মণ,
জিজ্ঞাসা করিল পিতা, যুড়ি দুই পাণি,

বলুন আমারে দেব ইহার কারণ,
কি হেতু এ ভাব তব দেখি দ্বিজমণি !
চুপে চুপে মহাচার্য্য করিল উত্তর,—
'হবেন অর্জ্জুন সম ইনি ধনুর্দ্ধর।
হইবেন মহাবীর এ রাজ তনয়,
বাহুবলে বহুদেশ করিবেন জয়।
উড়াইবে তদুপরে বিজয় নিশান,
বঙ্গভূমি গৌরবের হবেন নিধান।
ইহার অনুজ যেবা ভুঞ্জিবে সে সুখ,
ইহার অদৃষ্টে কিন্তু আছে নানা দুখ।
মণিহারা ফণী সম ইহার জননী,
ইহার সাক্ষাতে তিনি ত্যজিবে পরাণী।'
অবগত আছি আমি এ সব কাহিনী,
নিষেধি তোমারে তাই,—তোমার কপালে,
না জানি কি লিখিয়াছে বিধির লেখনী,
পড়িয়াছ তুমি ভাই ঘোর মায়াজালে।
তোমারে বুঝাই আমি হেন কি শকতি,
এ হ'তে নিবৃত্ত হও,—করি এ মিনতি।
বিজয়।—না চাই শুনিতে আমি তোমার বচন,
ভাল সখ্য-ধর্ম্ম তুমি দেখাইলে ভাই,
হেরিয়াছ তুমি তারে কহিলে এখন,
কপট-বান্ধব হেন কভু হেরি নাই।

হইয়াছ তুমি তার প্রেমেতে মোহিত,
আশা তব পূরাইতে নিজের বাসনা,
না ক'র আলাপ আর আমার সহিত,
বঞ্চিবে আমারে তাই খুলিয়া বল না।
যথা ইচ্ছা যাও চলি সম্মুখ হইতে,
নয়ন না চায় আর তোমায় হেরিতে।
অনু।—জলধর সন্নিধানে, আশা করেছিনু মনে,
শীতল আসার পাব, আমার কপালে,
তপ্তাঙ্গার বরষিল শিলাবৃষ্টি ছলে।
স্বপনে না জানি যাহা, এখন ঘটিল তাহা,
এ যে দেব-মায়া আমি বুঝিনু বিশেষ,
নতুবা আমার প্রতি আজি কেন দ্বেষ।
ধিক্ রে মদন তোরে, তোমার শরেতে প'ড়ে,
কত শত লোক হায় জর্জ্জরিত হয়েছে,
আজিও তোমার শরে যুবরাজ পড়েছে।
প'ড়ে হর-কোপানলে, ভস্ম হ'য়ে গিয়েছিলে,
পুনঃ কোথা হ'তে এলে মজাতে কুমারে,
বুঝেছি কিছু না কিছু ঘটাবি অচিরে।
কিন্তু শুন যুবরাজ, 'বিলম্বে বল কি কাজ,
লইলাম আজি হ'তে বিদায় চরণে,
সখা ব'লে যেন মোরে থাকে তব মনে।
তব ওই মুখশশী, আর না হেরিব আসি,

আর না শুনিতে পাব মধুমাখা বাণী,
যাহার অভাবে মম কাঁদিবে পরাণী।
সুশীতল সমীরণ, কি কাজ করি সেবন,
সুরধুনী তটে কিম্বা সুরম্য উদ্যানে,
কি কাজ আসিয়া আর তোমার বিহনে।
মম দুঃখে দুঃখী তুমি, যবে শুনিব হে আমি,
পুনরায় আসি তব সেবিব চরণ,
বিদায় হইনু আজি আমি হে এখন।
যুবরাজ! শেষ দেখা দেখিনু তোমারে,
কুশলেতে থাক তুমি বিধাতার বরে।'

(দুইদিক দিয়া দুজনার প্রস্থান।)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সিংহপুর—ভার্গব বণিকের বাটী—গুপ্তদ্বার অবারিত।

বিজয়ের প্রবেশ করত অভ্যন্তরস্থ দ্বারে আঘাত।

বিজয়।—(স্বগত)

খুলিয়া বাটির দ্বার, খুলিয়া মনের দ্বার,
চকোরে বাঁচাও আজ চারু চন্দ্রাননি,
প্রেমার্থীরে প্রেমদান কর প্রণয়িনি।

(নেপথ্যে—কেরে কেও,)

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ভৃত্যদ্বয় সহ ভার্গব বণিকের বাহির হওন)

(বিজয়ের পলায়ন, ভার্গব বণিকের ভৃত্যদ্বয় সহ পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে গমন)

পট পরিবর্ত্তন।

রাজপথ পার্শ্বস্থ উদ্যান।

(প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে যাইয়া বিজয়ের মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ খসিয়া ভূমিতে পতন ও বিজয়ের পলায়ন)

(ভৃত্যদ্বয় সহ ভার্গবের প্রবেশ ও বিজয়ের শিরস্ত্রাণ দেখিয়া ভূমি হইতে উঠাইয়া লওন)

ভার্গব।—(স্বগত)

কি হইল হায় হায়, একথা কহিব কায়,

ঘটিল আমার এই নিষ্কলঙ্ক কুলে,
পাপিনী জন্মিয়া মম কুলে কালি দিলে।
প্রভাবতি ! তোর মনে, এই ছিল কেবা জানে,
পতির বিয়োগ কিম্বা প্রসব সময়ে,
কেন না কৃতান্ত তোরে গ্রাসিল আসিয়ে।
(প্রকাশ্যে)
জানাই এ সব কথা নৃপের সভায়,
ইহার বিচার তিনি করুন ত্বরায়।
(ভৃত্যদ্বয়ের প্রতি)
কিবা কাজ তোমাদের থাকিয়া এখানে
তোমরা দুজনে ফিরি যাও নিজ স্থানে।
(ভৃত্যদ্বয়ের প্রস্থান)
রাজারে জানায়ে বল, হবে আর কিবা ফল,
কেন না ঘুচানু আমি তার অহঙ্কার,
কেন না কাটিনু আমি মস্তক তাহার।
(অসি নিষ্কোষিত করিয়া যাইতে উদ্যত)
না করিব হেন রোষ, মম দুহিতার দোষ,
নির্লজ্জা সে পাতকিনী অনর্থের মূল,
খড়্গাঘাতে দেহ তার করিব নির্ম্মূল।
কেমনে হেরিবে তারে, সপ্ত অন্দর ভিতরে,
মম গৃহ-ব্যূহমাঝে নরেন্দ্র-তনয়,
ভ্রষ্টা সেই পাতকিনী নাহিক সংশয়।

জুড়াইব তার রক্তে তাপিত পরাণ,
আজি এই অসি-মুখে দিয়া বলিদান।
(নিষ্কোষিত অসি হস্তে যাইতে উদ্যত)

(নেপথ্যে দৈববাণী)

দৈব।—শুনহ বণিকবর, না দোষ হ'য়ে কাতর,
তব কন্যা রূপে যিনি—মম প্রিয়াদাসী,
স্বর্গ বিদ্যাধরী সতী,—ত্রিদিব নিবাসী।
অগ্রে না বুঝি অন্তরে, কেন দোষ তুমি তারে,
দুর্ভাগ্য নৃপনন্দন রাজকুলগ্লানি,
সাধিল এ বাদ দুষ্ট মরিতে আপনি।
দেখ বাছা পণ্যজীবি, অবিলম্বে উষাদেবী
উঠি খুলিবেন দ্বার—তরুণ তপন
উদিবে আকাশে—ডাকে বিহঙ্গমগণ।
প্রভাত হ'ল রজনী, ত্বরায় যাও এখনি,
ভূপের নিকটে কহ এসব কাহিনী,
সুশান্তি লভিবে তুমি হ'ল দৈববাণী।
সন্দেহ না কর আর, বলিতেছি বার বার,
শাঁপভ্রষ্টা তব ঘরে—আমার সঙ্গিনী,
তব কন্যা রূপে ভবে,—নহে কলঙ্কিনী।

(ভার্গবের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজপথ।

(একজন মাতাল ও অপর একজন নাগরিকের প্রবেশ)

মাতাল।—(অঙ্গভঙ্গির সহিত)

শুনেছ কি সখে, সেই রূপসীর কথা,
কহিতে যাহার কথা,—হৃদে পাই ব্যথা,—
কিবা উচ্চ কুচগিরি, তাহা কি রূপমাধুরী,
নয়ন ভঙ্গিমা কিবা,—কিবা আঁখি ঠার,—
যাহে সে করিল চুরি প্রাণটা আমার।

নাগরিক।—কোন্ রূপসীর কথা বলিতেছ ভাই,
তোমার কথার মর্ম্ম বুঝিলাম নাই।

মাতাল।—(অঙ্গভঙ্গির সহিত)

যুবরাজ সনে যার প্রেম উপবনে,—
তুমি কি তাহারে সখা দেখনি নয়নে,
বারেক হেরিলে তায়, লুটিতে সে রাঙ্গা পায়,
ভুবন মোহিনী ধনী, বিরহেতে তার,
প্রাণটা আমার করে আঁদাড় পাঁদাড়।
ভার্গবের মেয়ে সেটা প্রভাবতী নাম,—
কি বলিব সখে আর, বিধি মোরে বাম,
নহে রাজপুত্র সাজি, হরিতাম তারে আজি,

কিন্তু নাই টাকা কড়ি বস্ত্র কারু কাম.
কিসে বা ভুলিবে সেই ললনা সুঠাম।

(আনন্দে উন্মত্ত হইয়া গীত)

মাইরি মাইরি কচ্চে আমার প্রাণ।
কোথায় এখন মম সে বিধুবয়ান ॥
কোথা মোর রাকা শশী কে জানে সন্ধান।
চুরি করি গেছে চলে আমারি পরাণ ॥
আহা কিবা বাঁকা নয়ন, থমকে চলে চরণ,
কেড়ে নেয় রসিকের মন, করিয়ে অজ্ঞান।
হাসিতে বিজলী খেলে, রসিকের প্রাণ উথলে,
কেমনে পরাণ রাখি, করিরে প্রয়াণ ॥

(অঙ্গভঙ্গির সহিত)

শুনিয়াছি সব আমি,—যুবরাজ সনে
যে কথা কহিল ধনী সেই উপবনে ॥

নাগরিক।—হেন অনুচিত কথা নাহি বলো আর,
ঘটিবে বিপদ তব বলিলাম সার।
প্রভাবতী সাধ্বী সতী সে নারী রতন,
না কর সতীত্বে তার কলঙ্ক লেপন।
না চাই শুনিতে আর তোমার বচন,
নিন্দুকের মুখ না করিব দরশন।

(প্রস্থান)

(অঙ্গভঙ্গির সহিত)

মাতাল।—যেমন অদ্ভুত সতী তোমার ব্রাহ্মণী,
পিছে ঘোরে চৌদ্দ গণ্ডা জেন্ত ভূতযোনি।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সিংহপুর—রাজসভা।

রাজা সিংহবাহু ও সভাসদ্‌বর্গ স্ব স্ব আসনে আসীন।

(বিজয়ের শিরস্ত্রাণ হস্তে লইয়া ভার্গব বণিকের অতি হীন বেশে সজল নয়নে প্রবেশ)

সিংহ।—(সচকিতে, সবিস্ময়ে)
কেন হেন হীনবেশ বণিক তোমার ?
কিসের কারণে দেখি সজল নয়ন ?
অশ্রুজল কেন আজি ঝরে অনিবার ?
বিষাদিত কেন তব বল প্রাণ মন !
বিজয়ের শিরস্ত্রাণ কেন তব করে ?
কেমনে পাইলে বল এই শিরস্ত্রাণ ?
কি বিপদ ঘটাইল, কহ ত্বরা মোরে ?
কভু না তাহার দেখি আর পরিত্রাণ !

ভার্গব।—(প্রণাম করত. করপুটে)
কি বলিব মহারাজ বাক্য নাহি সরে,
পিশাচর রূপে দেখি বিজয় কুমার,

নিশীথ সময়ে আসি প্রবেশে অন্দরে,
আর না সহিতে পারি এই অত্যাচার।'
আঘাত শুনিয়া দ্বারে,—চোর ভাবি মনে,
দ্বার খুলি গৃহ হ'তে হইনু বাহির,
পলা'ল তখনি হেরে আমারে নয়নে,
পশ্চাৎ ধাইনু তার হইয়া অস্থির।
সম্মুখে দেখিনু এক অনুচ্চ প্রাচীর,
পড়িল উষ্ণীষ খসি উল্লঙ্ঘিতে তায়,
হইল বিদ্যুৎ বেগে দৃষ্টির বাহির,
কেন বা ঘটিল হেন সর্ব্বনাশ হায় !
জানিলাম রাজপুত্র,—ধর্ম্ম অবতার,
শিরস্ত্রাণে দেখিলাম বহুমূল্য মণি,
নিদর্শন সে উষ্ণীষ দেখুন তাহার,
যা হয় বিচার এবে করুন আপনি।
সিংহ।—কহ পাত্র কি কর্ত্তব্য এক্ষণে ইহার,
মত্ত-করী সম মন হ'তেছে অস্থির,
পুনশ্চ দুষ্কার্য্য করে পুত্র কুলাঙ্গার,
দেহ হ'তে কর ছেদ শীঘ্র তার শির।
নহে তারে দ্বীপান্তরে করহ প্রেরণ,
থাকিবে আমার প্রজা নির্ব্বিঘ্নে সকলে,
অরাজক যেন নাহি কহে কোন জন,
ভাসুক প্রসূতি তার নয়নের জলে।

স্বর্গ তুল্য পুণ্যক্ষেত্র এই বঙ্গদেশ,
যদি না করিনু আমি প্রজার পালন,
ধিক্ মোরে! কি বলিবে লোকে অবশেষ,
বৃথা রাজ্যভোগে আর নাহি প্রয়োজন।

মন্ত্রী।—মম নিবেদন এক ধর্ম্ম অবতার,
পরিহরি রোষ প্রভু ক্ষমুন কুমারে,
আর না বলিব আমি বলি এইবার,
ক্ষমার সমান গুণ নাহি ত্রিসংসারে।
জানেন বণিকবর ক্ষমা-ধর্ম্ম-গুণ,
পরম ধরম নাহি অবিদিত তাঁর,
ক্ষমাগুণে আপনিও হউন নিপুণ,
ক্ষমা-ধর্ম্মে ক্ষমা কর পুত্রে আপনার।

সিংহ।—যা কহিলে মন্ত্রিবর কভু মিথ্যা নয়!
কিন্তু রাজ-ধর্ম্ম হয় দণ্ডিতে দোষীরে,
অভিযোক্তা যদি নিজে হইয়া সদয়,
তুষ্ট মনে, দয়া বশে, ক্ষমেন তাহারে,—
তবেই ক্ষমিতে পারি,—অন্যথা অধর্ম্ম,
না পারি করিতে আমি এ গর্হিত কর্ম্ম।

ভার্গব।—ক্ষমিনু কুমারে আমি ওহে ধর্ম্মরাজ!
তব যশ হ'ল ব্যাপ্ত অবনী মাঝার,
দেও হে অভয় দান যাই তবে আজ,
দেখিবেন যুবরাজ না যায় আবার।

সিংহ।—(মন্ত্রির প্রতি)

শাসন করুন তারে শিখায়ে স্নীতি,
যাহাতে না করে দুষ্ট অধর্ম্ম আচার,
যাহাতে বিলয় তার পায় দুষ্টমতি,
এরূপ উপায় কর কি বলিব আর ;—
কিন্তু আমি কহিতেছি তব সন্নিধানে,
যদ্যপি দুষ্কার্য্য পুনঃ করে দুরাচার,
এবার অবশ্য তারে বধিব পরাণে,
যেরূপ হইবে তাহা করিয়া বিচার।

ভার্গব।—শত শত ধন্যবাদি নৃপতি তোমায়,
এক্ষণে লইনু আমি ও পদে বিদায়।

(ভার্গবের প্রস্থান—সভাভঙ্গ—সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সিংহপুর—জাহ্নবীর তটস্থ উদ্যান।

বিজয় ও তাহার সপ্ত শত বন্ধু একত্র আসীন।

(এক পার্শ্বে মন্ত্রী নিয়োজিত চর অলক্ষ্যভাবে দণ্ডায়মান।)

বিজয়।—শুন বন্ধুগণ!

ভ্রাতৃভাবে কাটাইনু সুখে এতকাল,
দৈব ছিল অনুকূল—বিধি যে সহায়,

এবে সেই সুখে বিধি ঘটালে জঞ্জাল,
জনমের মত আমি যাচিছে বিদায় !
শুনেছ তোমরা সবে আজিকার কথা,
নৃপের আদেশ পেয়ে দেখ মন্ত্রিবর,
ত্যজিতে চাহেন মোরে,—মনে পাই ব্যথা,
কি আর বলিব বন্ধু তো'দের গোচর !
বিধবা-বিবাহ আছে যুগ-শাস্ত্রে বিধি,
প্রকাশিয়া কহিলাম সব মন্ত্রিবরে,
পত্নীত্বে বরণ করি দাও সেই নিধি,
একথা কহিনু তাঁরে প্রফুল্ল অন্তরে ;—
হাসিয়া উঠিল মন্ত্রী এই কথা শুনি,—
(না পাইনু আশা আমি তাহার সদন),
অতএব বল সবে উপায় এখনি,
কি প্রকারে পাই বল তাহারে এখন ।
প্রতিজ্ঞা আমার কিন্তু শুন বন্ধুগণ !
সহজেতে হয় ভাল,—নয় করি ক্লেশ,
লভিব সে রত্ন কিম্বা ত্যজিব জীবন,
বিজয় বিহীন হবে এই বঙ্গদেশ ।

উরুবেল ।—একি কথা বল ওহে কুমার কেশরি !
একপ্রাণ সবে মোরা যা আছে কপালে,
ঘটিবে সবার,—যেবা হবে তব অরি,
ভাঙ্গিব তাহার দর্প মিলিয়া সকলে ।

নতুবা বিশ্রাম লাভ শমনের কোলে,
এই সপ্তশত প্রাণ মিলি এককালে।

সকলে।—বন্ধুর দৃষ্টান্ত তুমি দেখালে সকলে,
ধন্য ধন্য সাধু তুমি এ মহীমণ্ডলে।

বিজিত।—সবে সাজি ভীল সাজ, আক্রমিগে চল আজ,
বিলম্বে বলহে তবে কিবা প্রয়োজন,
ত্বরায় বেষ্টিগে চল ভার্গব ভবন।
কমলা দেবী কোমল, লভেছিল দেবদল,
মথি' যথা পয়োনিধি অতীব যতনে,
তদ্রূপ লভিব মোরা সে নারী রতনে।
কতগুলি নিজবেশে, থাক সবে মম পাশে,
যাব মহাকোলাহলে পশ্চাতে সবার,
রোধিতে আক্রমিদলে করি মার মার।
প্রতারিব রক্ষিগণে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
আনিয়া তোমারে দিব তোমার সে ধনে,
ধূলি দিয়া প্রহরীর সতর্ক নয়নে।

সকলে।—প্রশংসি মন্ত্রণা তব এই বন্ধুদলে।
ধন্য ধন্য সাধু তুমি এ ভবমণ্ডলে।

দূত।—(স্বগত সবিস্ময়ে)
অবাক্ হইনু আমি দেখি এ সকল!
অদ্ভুত কাহিনী শুনি হইনু অবাক্!
বিলোপ হইল মম যত বুদ্ধি বল,

আর না আমার মুখে সরে কোন বাক্ !
চলিনু এখান হ'তে হারা'য়ে চেতনা,
ত্বরা করি যাই আমি মন্ত্রীর বাসায়,
কহিগে সচিববরে যতেক মন্ত্রণা,
দেখিব সচিবশ্রেষ্ঠ কি করে উপায়।

(দূতের প্রস্থান)

(দুইদল হইয়া দুইদিকে দুদলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

মন্ত্রীর গৃহ—মন্ত্রী আসীন।

মন্ত্রী।—হেন কুসংসর্গে কেন পড়িল কুমার,
কিছু না বুঝিতে পারি ইহার কারণ,
কেন বা হইল তার হেন ব্যবহার,
অথবা অদৃষ্ট দোষে ঘটিল এমন।
তা হ'লেও হ'তে পারে, নাহি বলা যায়,
কুমার রাজার ছিল আদরের ধন,
সতত রাখিত রাজা স্ববশে তাঁহায়,
নাহি আর কুমারের সেই শান্ত মন।

(দূতের প্রবেশ)

সংবাদ কি দূত ! কহ, কি দেখিলে তুমি ?
কোথায় বা গিয়াছিলে করিতে ভ্রমণ ?

কহিয়া সরস কর মম মনো-ভূমি,
কেন দেখি আজি তব বিষণ্ণ বদন।

দূত।—কি কহিব মন্ত্রিবর, বাক্য নাহি সরে,
অবাক্ হইনু আমি দেখি সে সকল,
ভার্গবের বাড়ী ঘেরি তার তনয়ারে,
কাড়িয়া লইবে তারা হ'য়ে দুইদল।
আক্রমিবে এরা আজ ভার্গবের বাড়ী,
(কুমার-প্রাণের-নিধি লইবে কুমার),
কতগুলি থাকি—বাকী হ'য়ে আগুবাড়ি,
যাবে মহাকোলাহলে পশ্চাতে সবার।
প্রতারিবে রক্ষিগণে ভুলায়ে কৌশলে,
রোধিবে আক্রমিদলে করি মার মার,
প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া কোন ছলে,
আনিবেন সে বামারে কি বলিব আর।

মন্ত্রী।—(সবিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান, পরে প্রস্থান)

দূত।—(মন্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সিংহপুর—রাজবাটীর একটি প্রকোষ্ঠ।

রাজা ও রাণী আসীন।

(দূতের দ্রুতপদে প্রবেশ)

দূত।—(অভিবাদন করত)

কি জানি দাঁড়ায়ে মন্ত্রী কোন্ প্রয়োজনে,
আজ্ঞা হ'লে মন্ত্রিবর আসেন এখানে।

রাজা—মন্ত্রীরে লইয়া তুমি আইস ত্বরায়,
কিবা প্রয়োজন তাঁর জানান আমায়।

(দূতের প্রস্থান ও ক্ষণকাল পরে মন্ত্রীর প্রবেশ)

মন্ত্রী !—(কৃতাঞ্জলিপুটে)

মম দোষ কিছু নাহি লবে নৃপবর,
যে হেতু আইনু আজ আমি এই স্থানে,
না হইও রুষ্ট দেব আমার উপর,
নিবেদন আছে এক তব সন্নিধানে।
শুনিলাম দূতমুখে,—কুমার বিজয়,
পরামর্শ করি আজ বন্ধুগণ সনে,
নিশাযোগে আক্রমিবে ভার্গব আলয়,
হরিবে তাহার কন্যা আনন্দিত মনে।
ভুলাইয়া রক্ষিগণে বলে বা কৌশলে,
সাজি ভীল সাজ—কিম্বা নিজ সাজে আর,

প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া কোন ছলে,
আনিবে সে কন্যাধনে না করি বিচার।

সিংহ।--(সক্রোধে) মন্ত্রিবর !
এখনো দাঁড়ায়ে কেন মম অপেক্ষায়,
ত্বরা করি যাও তুমি ল'য়ে সৈন্যদলে,
এ কথা এসেছ তুমি জানাতে আমায়,
বন্দী করি লহ সবে মম বন্দীশালে।
আজিকার নিশা অন্তে কল্য ঊষাকালে,
ভাসাও সে বধ্যভূমি রক্তেতে সবার,
একে একে ঘাতকের হস্তে অসিতলে,
প্রথমে বিজয়---মম পুত্র কুলাঙ্গার—
ভুঞ্জিবে দুষ্কর্ম্ম ফল কি বলিব আর,
এ সংসার ত্যজি যাবে অগ্রে যমদ্বার।
বিলম্ব না কর মন্ত্রি, ত্বরা করি যাও।
ভার্গব বণিক গৃহ এখনি বাঁচাও।

রাণী।—(পতন ও মূর্চ্ছা)

মন্ত্রী।—মহারাজ একি হ'ল, মহারাণী মূর্চ্ছা গেল,
পুত্রশোকে বুঝি রাণী ত্যজিলা পরাণ,
কি করি উপায় আমি না পাই সন্ধান।

(উত্তরীয় দ্বারা ব্যজন

রাণী।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া স্বামীর পদ যুগল ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিতে করিতে)

একি আজ্ঞা কর নাথ নিদারুণ হ'য়ে,
আপনার পুত্রে নাহি দিও বিসর্জ্জিয়ে,
কিম্বা ডাকি ঘাতকেরে, পরাণ লইবে হ'রে,
কিরূপে কর এ কাজ নিদয় হইয়ে,
কোমল অন্তর তব পাষাণে বাঁধিয়ে।
হিংস্র শ্বাপদগণে না পারে যে কাজ,
করিবে জনক হ'য়ে নাহি হবে লাজ,
ব'ধনা ব'ধনা তারে, বধ এই অভাগীরে,
বিলম্ব ক'রনা আর ওহে মহারাজ,
বিলম্বে অশেষ বিঘ্ন ঘটিবেক আজ।
বিজয়, বিজয়! ওরে বাপরে আমার!
কি দশা ঘটেছে দেখ তোমার মাতার।
কেন রে জনম নিলি অভাগী উদরে,
তাই যত বিঘ্ন আসি ঘেরিয়াছে তোরে,
কোথা বঙ্গ সিংহাসনে, বসিবি প্রফুল্ল মনে,
হেথা প্রাণ দিতে গেলি ঘাতকের করে,
সঙ্গে করি যারে ল'য়ে দুঃখিনী মায়েরে।
মহারাজ যুড়ি পাণি ধরি তব পায়,
বিজয়ের প্রাণ ভিক্ষা দেও হে আমায়,
বধিয়া সাতশ' প্রাণী, কি লভিবে নৃপমণি,

নাথ এই হত্যাকাণ্ড ত্যজ অচিরায়,
রক্তে কলুষিত ধরা ক'রনাকো হায়।

মন্ত্রী।—মহারাজ! হই আমি তব আজ্ঞাকারী,
যা হয় করুন প্রভু হিত চিন্তা করি,
কিন্তু হেন অনুমানি, বধ দণ্ডে রাজরাণী,
ত্যজিবে পরাণ শোক সহিতে না পারি!
দুই দিক যাহে রক্ষে করুন বিচারি'।

সিংহ।—কেমনে অমাত্য তুমি কহ হেন বাণী,
হেন কুলাঙ্গার পুত্র কভু নাহি জানি,
আজিকার সভাগারে, বলিলাম সত্য ক'রে,
পুনশ্চ দুষ্কার্য্য যদি করে কুলাঙ্গার,
সমুচিত শাস্তি আছে অদৃষ্টে তাহার।
প্রভাত না হ'তে নিশা অধম পামর,
দল বাঁধি যায় দুষ্ট করিতে সমর,
বণিকের আলয়েতে, দুষ্ট কোন্ সাহসেতে,
প্রবেশ করিতে চায় অধম কিঙ্কর,
জানে না কি এখনো জীবিত বঙ্গেশ্বর!
রাজদ্রোহী, পিতৃদ্রোহী, অবাধ্য পামরে,
কেমনে ক্ষমিব, ধর্ম্মে পদাঘাত ক'রে!
প্রাণদণ্ড বিনা আর, কি শাস্তি আছয়ে তার,
মম অপযশ ব্যাপ্ত ভুবন ভিতরে,
ক্ষমিলে সে দুরাচারে, রবে চিরতরে।

(ক্ষণকাল পরে)

বধি সেই লম্পটেরে, আর তার সহচরে,
কলুষি বসুমতীরে কি হইবে আর।
শুন শুন মন্ত্রিবর, কল্য প্রাতে দ্বীপান্তর,
পাঠাইয়া সবাকারে দিবে সমাচার।
পত্নী পুত্র সঙ্গে দিয়ে, দেহ সবে পাঠাইয়ে,
কেহ নাহি রহে যেন নগর ভিতর,
অন্যথা হইলে সবে যাবে যমঘর।
যাও মন্ত্রী ত্বরা করি ল'য়ে সেনাগণ,
অবিলম্বে রক্ষা কর ভার্গব ভবন,
বিলম্বিলে সে পাষণ্ড, করিয়া বিবিধ কাণ্ড,
অনায়াসে কাড়ি লবে সে নারী রতন,
কলুষিবে তার অঙ্গ করি পরশন।

(মন্ত্রীর প্রস্থান.)

রাণী।—বিজয়, বিজয়! ওরে বাপরে আমার,
বুঝি আর দেখা নাহি হ'ল তব সনে,
দেখরে আসিয়া হেথা জননী তোমার,
কাঁদিতেছে তোরে বাছা বাঁচাতে জীবনে।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সিংহপুর—জাহ্নবীর তীর।

মন্ত্রী ও বিজয়ের প্রবেশ।

(নেপথ্যে—হা কোথা বিজয় !)

রাণী শ্রীবল্লী ও বিজয়ানুজ সুমিত্রের প্রবেশ।

রাণী।—(ক্রন্দন করিতে করিতে)

কোথা রে বিজয়, বাপ, অঞ্চলের ধন !
কোথা যাবি বাপ মোরে ত্যজিয়া এখন !
পাথারে ডুবায়ে মোরে, কোথা যাবি বাপ ওরে,
তোরে হারাইয়া বাপ করিব রোদন !
অন্ধের নয়ন তুই হৃদয়ের ধন !
এই ছার রাজ্যসুখে কিবা প্রয়োজন,
হারাইয়া প্রাণ সম জীবনের ধন !
চল বাছা ল'য়ে তোরে, যাই দেশ দেশান্তরে,
তোমা বিনা এ সংসার শ্মশান সদন,
তোরে হারাইলে বাপ ত্যজিব জীবন।
আয় বাপ আয় কোলে, ডাক ওরে মা মা ব'লে,

শুনিয়া তাপিত প্রাণ হউক শীতল,
ত্যজিয়া যাবিনা মোরে, বল, শীঘ্র বল ?
(কোলে লইতে উদ্যত, না পারিয়া পতন ও মূর্চ্ছা)

বিজয়।—হায় হায় ! একি হ'ল ? কি হইল হায় !
স্নেহময়ী মাতা বুঝি ত্যজিলা আমায়।

সুমিত্র।—একি হ'ল দাদা ? মাতা হ'ল সংজ্ঞাহীন !
অথবা কালের কোলে হইল বিলীন।
(বস্ত্র দ্বারা বীজন ও উভয়ের ক্রন্দন)

রাণী।—(সংজ্ঞালাভ করতঃ উঠিয়া)
যেওনা যেওনা বাপ ত্যজি অভাগীরে,
কাঙ্গালিনী বিষাদিনী তব জননীরে
ভাসায়ে শোকের নীরে, কেমনে যাইবি ছেড়ে,
নাহি তিলমাত্র বল আমার শরীরে,
যাইতাম তোর সঙ্গে তা' হ'লে অচিরে।
আসন্ন সময় মম দেখ বাছাধন !
এখনি আসিবে মোরে গ্রাসিতে শমন,
হ'য়ে তুমি রাজ্যেশ্বর, ব'স সিংহাসনোপর,
হেরিয়া সফল হোক্ আমার নয়ন,
সার্থক হউক মম জীবন ধারণ।
আয় বাপ দুইজনে ব'স দুই কোলে,
আর না লইতে পাব শমনে গ্রাসিলে।

বিজয়।—জননী গো আর কেন রাখ মোরে ধরি,

আমারে বিদায় দেও মাগো ত্বরা করি,
পিতৃ আজ্ঞা শিরে ধ'রে, যাই দেশ দেশান্তরে,
আশীষো আমারে মাতঃ হরিষ অন্তরে,
রহিল সুমিত্র ভাই তুষিবে সবারে।

রাণী।—(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করতঃ)
কি বলিলি, কি বলিলি, ওরে ও নির্দ্দয়!
নিতান্ত যাইবি তুই ত্যজিয়া আমায়,
দেখ দেখি তবে কার অগ্রে হয় জয়!
এই চলিলাম আমি ত্যজিয়া সবায়।

(পতন ও মৃত্যু)

বিজয়।—কি হইল? কি হইল? কি হইল হায়!

সুমিত্র।—স্নেহময়ী মাতা গেল ত্যজি অভাগায়।

(মৃত জননীর নিকট বসিয়া উভয়ের ক্রন্দন)

মন্ত্রী।—(শিরে করাঘাত করিয়া)
কি হইল হায় হায়, এ কথা কহিব কা'য়,
চিরতরে রাজরাণী মুদিলা নয়ন,
শোকের সাগরে সবে করি নিমগন।

বিজয়।—যা হবার হইয়াছে কি হইবে আর,
গমন উচিত মম বিজন কান্তার,
পরিজন সহোদরে, ভাসাইনু শোকনীরে,
মাতৃহত্যা পাপে দেহ কলুষ আমার!
মম সম আর কেবা আছে দুরাচার?

(মন্ত্রীর প্রতি)

কহ, কহ মন্ত্রিবর ! কও হে আমায়,
কিবা প্রায়শ্চিত্ত মম আছে এ ধরায় !
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, জানত কও হে তত্ত্ব,
হৃদি খণ্ড খণ্ড করি অগ্নির স্বাহায়,
আহুতি দিলে কি মম এ কলুষ যায় ।

(হৃদয়ে করাঘাত)

(স্বগতঃ)

ধিক্ তোরে রতিপতি, ধিক্ রে আমায় !
কি কুক্ষণে ফুলবাণ হেনেছিলি হায় !
দেখ সেই স্মর-শরে, আমি যাই দেশান্তরে,
মম শোকে মাতা আজি প্রাণ শূন্য কায়,
গতায়ু হইয়া দেখ ধরাতে লুটায় ।
ধিক্ রে কন্দর্প তোর মৃত্যু ভয় নাই !
হর কোপানলে তুই হয়েছিলি ছাই ।
পুনঃ কোথা হ'তে এলি, মোরে তুই মজাইলি,
ওরে ও নির্লজ্জ তোর লজ্জাভয় নাই,
যা পুনঃ হরের কাছে এই ভিক্ষা চাই ।

(সুমিত্রের প্রতি)

যাও ফিরি তুমি ভাই প্রাণের সোদর,
যথায় আছেন পিতা মম পূজ্যবর,
জানায়ে প্রণাম তাঁরে, ব'ল তুমি সমাদরে,

দুরাচার পুত্র তব আজ্ঞা শিরে ধ'রে,
জন্মভূমি—মাতা ত্যজি গেছে দেশান্তরে।
বিদায়—বিদায় ভাই প্রাণের সোদর!
মন নাহি তিষ্ঠে আর এ পুর ভিতর।
এস ভাই আলিঙ্গিয়ে, যাই এ পুর ত্যজিয়ে,
তোষ তুমি পিতৃদেবে হরিষ অন্তরে,
কিছু না ভাবিও মনে জননীর তরে।

সুমিত্র।—তোমা ত্যজি দাদা আমি রহিব কেমনে,
মোরে ত্যজি গেল মাতা স্বর্গের ভবনে,
কে আর আমার আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
রাখিয়া যাইছ মোরে কাহার সদনে,
সঙ্গে করি ল'য়ে যাও যাইবে যেখানে।

বিজয়।—রুষ্ট হইবেন পিতা আমার উপর,
সঙ্গে ক'রে তোরে ল'য়ে গেলে দেশান্তর।
অতএব তুমি হেথা রহ পিতৃ পাশে,
পিতা তুষ্ট হ'লে রাজ্য পাবে অনায়াসে।
(মন্ত্রীর প্রতি)
পিতৃ তুল্য মাননীয় তুমি মন্ত্রিবর!
কখন হৈওনা রুষ্ট আমার উপর।
ক'রে থাকি অপরাধ, ক্ষম মোরে এই সাধ,
প্রণমি চরণে তব, ওহে পূজ্যবর!
আশীষো কুশলে যেন যাই অতঃপর। (প্রণাম)

(সুমিত্রের প্রতি)

নিজ নিজ কর্ম্মফলে, এ জগতে ফল ফলে,
নিজ কর্ম্ম দোষে কষ্ট পেতেছি আপনি।
অধিক করিবে কিবা বিধির লেখনী।
কাহার নাহিক দোষ, ভ্রমেও ক'রনা রোষ,
আমার নিমিত্ত কভু পিতার উপর,
আমার কারণে পিতা আছেন কাতর।
হ'ন রুষ্ট মম প্রতি, করুন মম দুর্গতি,
তথাপি প্রণতি মম, চরণে তাঁহার,
গুরুশ্রেষ্ঠ হ'ন মম ভুবন মাঝার।

(ভ্রাতাকে আলিঙ্গন)

(মাতার চরণদ্বয় ধারণ করিয়া ক্রন্দন)

কোন্ দোষে দোষী মাতঃ, তোমার সদনে,
কি দোষে এ দাসে তুমি ঠেলিলে চরণে।

(অনুরাধের প্রবেশ)

বিজয়।—(অনুরাধের কর ধারণ করতঃ)

না শুনে তোমার কথা ওহে বন্ধুবর!
মন্মথের শরে আমি হইয়া জর্জ্জর,
হিত জ্ঞান বিসর্জ্জিয়ে, অকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'য়ে,
যে কুকার্য্য করিয়াছি কব তা' কেমনে,
হের প্রাণ শূন্যা মাতা ভূতল-শয়নে।

অনু ।—কে বল খণ্ডিতে পারে বিধির লেখনী ?
কে এমন শক্তি ধরে বল দেখি শুনি ?
ত্রেতাযুগে দশানন, স্ববংশে হ'ল নিধন,
রামের বনিতা সীতা দেখ হ'রে আনি,
যাহার গৃহেতে বদ্ধ নিজে দণ্ডপাণি ।
কালের কুটিল গতি কে পারে বুঝিতে,—
এ সব বিষয় কিছু না ভাবিও চিতে,
মাতা পিতা পরিজন, তুমি আমি বন্ধুগণ,
সকলেই মিশে যাব মহাকাল-স্রোতে,
চিরদিন কিছু নাহি রহে অবনীতে ।
ক্ষমিয়া আমারে তুমি লহ সাথে করি,
আমিও যাইব ভাই, তব পদে ধরি,
যেওনা ত্যজিয়া মোরে, সঙ্গে লও এ দাসেরে,
যেরূপে ছিলাম হেথা দিবা বিভাবরী,
সেরূপে থাকিব সেথা এই ইচ্ছা করি ।

বিজয় ।—কিবা হেতু বল তুমি হবে দেশত্যাগী,
কি কারণে হবে তুমি মম ফলভাগী,
আমার লাগিয়া কেন, কষ্ট পাবে অকারণ,
কোন দোষে সখা তুমি নহ অপরাধী,
যেওনা আমার সঙ্গে তোমারে নিষেধি ।
সুমিত্র প্রাণের ভাই রহিল হেথায়,
শোকাকুল হইলে কে সান্ত্বিবে তাহায় ?

অনু। —একি কথা বল মোরে ওহে বন্ধুবর !

তোমার বিরহে যবে দহিবে অন্তর,
বল কার মুখ চেয়ে, সেই দুঃখ পাশরিয়ে,
রহিব সুস্থির হ'য়ে অবনী ভিতর,
তুমি বিনা কেবা আর আছে প্রিয়ঙ্কর।
এই জীবনের তুমি হও অধীশ্বর,
সেবিতে চরণ তব যাব দেশান্তর,
বল তোমাহীন হ'য়ে, এই মরুভূমে র'য়ে,
পিপাষায় যবে প্রাণ হইবে কাতর,
কে তুষিবে বারিদানে আমার অন্তর।
কোন চিন্তা নাহি তব সুমিত্রের তরে,
কুশলে রবেন তিনি ঈশ্বরের বরে।

(উভয়ের আলিঙ্গন ও মৃতা রাজ্ঞিকে লইয়া সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ভার্গব বণিকের বাটির একটি প্রকোষ্ঠ।

(প্রভাবতী উপবিষ্টা—দাসীর গুপ্তভাবে এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান।)

প্রভা। —(ক্রন্দন করিতে ২)

রে বিধে!
আমার কপালে তুমি এই লিখেছিলে ?
পতিব্রতা রমণীর কলঙ্ক রটালে,

নির্দ্দোষিণী রমনীরে, ভাসাইয়া দুঃখনীরে,
বলনা আমারে তুমি কি সুখ লভিলে ?
জানি না আরো কি আছে আমার কপালে!
অন্তর্যামী ভগবান জানিছ সকলি,
তুমি বিনা বল আমি আর কারে বলি,
সব সহিবারে পারি, কলঙ্ক সহিতে নারি,
একি এ বিষম জ্বালা ঘটিল আমার,
কলঙ্কিনী নামে কিসে পাইব নিস্তার।
পারি সহিবারে শত বৃশ্চিক দংশন,
কাল ফণী ধরি পারি করিতে ভক্ষণ,
কোন ক্লেশ নাহি চিতে, অনলেতে প্রবেশিতে,
অনায়াসে পারি প্রাণ করিতে বর্জ্জন,—
কিন্তু না সহিতে পারি কলঙ্ক রটন।
সতীত্ব পরম ধন রমণী-ভূষণ,
ইহা বিনা রমণীর আছে কিবা ধন,
সাবিত্রী সতীত্ব গুণে, বাঁচাইয়া পতিধনে,
ফিরায়ে আনিল হ'তে শমন ভবন,
এ হেন সতীত্বে আমি দিব বিসর্জ্জন।
কিন্তু দেব নহি দোষী তোমার নিকটে,
কেন তবে অপবাদ আজি মম রটে,
মাতা পিতা গুরুজনে, মম প্রতি অকারণে,
না জানি হবেন রুষ্ট পড়েছি সঙ্কটে,

দংশিছে হৃদয় মোর অপবাদ-কীটে।
মম এ হৃদি-বারিধি অতি নিরমল,
কে জানে ইহার নীচে আছে মুক্তাফল,
নির্ম্মল স্ফটিকোপম, হয় অতি মনোরম,—
কেমনে অপরে ইহা করিবে বিশ্বাস,
কলঙ্কিনী ব'লে নাম হয়েছে প্রকাশ।
না চাই রাখিতে প্রাণ—ত্যজিলাম আশ,
আজ এ ছুরিকাঘাতে করিব বিনাশ,
কোথা দেব দয়াময়, দাসীরে হ'য়ে সদয়,
আত্মহত্যা-পাপ হ'তে কর মুক্তি দান,
কলঙ্কিনী অপবাদে কর পরিত্রাণ।

(উৰ্দ্ধদৃষ্টি করতঃ আপন বস্ত্র হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে উদ্যত)

(বণিক কিঙ্করীর দ্রুত গমন ও প্রভাবতীর হস্ত ধারণ)

(দাসীর প্রতি)

কেন রে কিঙ্করী তুই নিবারিলি মোরে?
কি আছে রে তোর মনে বলনা আমারে?
পতি সনে মিলিবারে, যাইতেছি ত্বরা ক'রে,
তাহাতে আসিয়া কেন বাদ সাধিলিরে!
অলঙ্কার যত মম দিলাম তোমারে।
এখন ছাড়হ হাত, পূর্ণ হ'ক মনোসাধ,
যাইতেছি প্রিয়তম সনে মিলিবারে,

বিদায় আমারে দেও হরিষ অন্তরে,
একদণ্ড না রহিব আর এই পুরে।

গীত।

কোথা মম প্রাণনাথ অঙ্কাগী জীবন,
দাসীর এ দশা আজি কর দরশন ।
কোথা গেলে প্রাণকান্ত, আজি হে মম প্রাণান্ত
এখনি হইবে,—দেহ তব শ্রীচরণ,
অধিনীরে বারেক করিতে দরশন ।
যেখানে গিয়াছ নাথ, সঙ্গে লও এই সাধ,
তব সঙ্গ ছাড়িয়া কলঙ্ক পরশন
করেছে এ অভাগীরে, তাই ব্যথিত অন্তরে,
যাব এই পুর ত্যজে তোমার সদন,
তুমি বিনা অধিনীর কে আছে আপন ।
তাই ডাকি হে তোমারে, দরশন দিয়া, মোরে,
সঙ্গে করি ল'য়ে যাও আপন ভবন,
অভাগীর কলঙ্ক তবে হইবে ক্ষালন,
নেহারি তোমারে সুস্থ হবে প্রাণ মন ।

দাসী।—এ হতভাগিনী যত অনর্থের মূল,
অর্থ লোভে তব হৃদে দিয়াছে এ শূল !
না বুঝিয়া করি পাপ, পাইতেছি মনস্তাপ !—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার তরে,
প্রাণসখি ! আজি ছুরি দেহ মম করে ।

তোমার সাক্ষাতে ত্যজি আজি এ পরাণ,
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব বিধান,
ক্ষমহ দেবি! আমারে, দয়া ক'রে অধিনীরে
বিদায় দেহ—সত্বরে করিব প্রয়াণ,—
আজি এ পাপের মোর হ'ক অবসান।

প্রভা।—কি কথা বলিলে সখি বুঝিতে না পারি!
এ বাণ হেনেছ তুমি হৃদয়-বিদারী,
হেন নাহি লয় চিতে, এ কাজ তোমা হইতে
হইয়াছে, ইহা আমি কেমনে বিচারি,
প্রাণ-সম প্রিয়সখী হবে মোর অরি।
বুঝিয়াছি সখি তব মন-অভিলাষ,
মম অগ্রে ত্যজি এই ধরার আবাস,
যাবে চলি স্বর্গপুরে, রাখিয়া এ অভাগীরে,
পবিত্র সখিত্ব ভাব করিয়া বিনাশ,
শোকে ভাসাইয়া মোরে চ্ছেদি স্নেহ-পাশ।
ঘটেছে কি দোষ তব সতীত্ব উপরে!
দুর্ল্লভ জীবন কেন চাও ত্যজিবারে?

দাসী।—ঘটে নাই কোন দোষ সতীত্ব উপরে,
অপরাধী আমি দেবি, বধুন আমারে,
অর্থের লোভেতে পড়ি, এ হেন কুকার্য্য করি,
অনুতাপানলে হৃদি যায় বিদরিয়ে,
হউন আপনি শান্ত আমারে বধিয়ে।

কোন এক কুলোকের মন্ত্রণায় পড়ি,
করেছি এ কার্য্য, মনে কিছু না বিচারি,
দেবি ! তুমি দয়া ক'রে, দেহ অস্ত্র মম করে,
মম এই হৃদি-ভূমি ছিন্ন ভিন্ন করি,
শোক দুঃখ অনুতাপ সকলি পাশরি।

প্রভা।—না বুঝিয়া করিয়াছ তুমি হেন কাজ,
কি আর বলিব নিজে পাইতেছ লাজ,
ক্ষমিলাম তোরে আমি, না হ'য়ো বিষন্ন তুমি,
ভাল সখ্য-ধর্ম্ম তুমি দেখাইলে আজ,
যাহে কলঙ্কিনী আমি মানব সমাজ।
এ হেন গর্হিত কাজ না করিও আর,
এ কাজে নিষেধি তোরে আমি বারংবার,
যে অনল মম প্রাণে, তুমি জানিবে কেমনে,
জানিলে এ শেল বুকে দিতে না আমার,
জানিতে পারিতে যদি হইত তোমার।

দাসী।—হেন কর্ম্ম কভু আমি না করিব আর,
অনুতাপে হৃদি দগ্ধ হ'তেছে আমার।

(সচকিতে)

পাঠালেন মাতা মোরে লইতে তোমারে,
আসুন আপনি দেবি অতীব সত্বরে।

প্রভা।—চল তবে প্রিয়সখি, যাই তব সনে,
যথায় আছেন মাতা বিষাদিত মনে।
(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

অমরাবতী।

ইন্দ্র ও বায়ু আসীন।

ইন্দ্র।—যাও বায়ু ল'য়ে তব অনুচরগণে,
উদীচি দিকেতে মোরে হেরিলে গগনে,
বহিবে তুমুল রবে, দেখ সিন্ধু উথলিবে,
সিংহলে লইব আমি বিজয়-কুমারে,
নাগদ্বীপে লবে তুমি যত সহচরে।
মহীন্দ্রে রমণীগণে লইবে যতনে,
মম শাপভ্রষ্ট যত সহচরীগণে,
পরে যবে যুবরাজ, সাধিয়া দেবের কাজ,-
কাল পূর্ণ হ'লে তবে আসিবে এখানে,
মিলিবে পত্নীর সনে আমার ভবনে।
যাও হে পবন দেব, যাওহে ত্বরায়,
দেবের এ কার্য্য সাধি এস অচিরায়।

বায়ু।—(প্রণাম করত)
তব আজ্ঞা শিরে ধরি চলিনু ত্বরায়,
সাধিয়া দেবের কাজ ভেটিব তোমায়,

কাঁপাইয়ে ধরাতল, কাঁপায়ে সাগর জল,
ঘোর ঘনাবৃতা রূপে বহিয়ে তথায়,
লইব সবারে আমি যে রবে যথায়।
যাই দেব তব আজ্ঞা করিতে পালন,
হৃষ্ট মনে দেও মোরে বিদায় এখন।

ইন্দ্র।—আমিও চলিনু দেব বিষ্ণু সন্নিধানে,
বিরাজেন যথা তিনি রত্ন সিংহাসনে।

(উভয়ের প্রস্থা



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(লঙ্কার উপকূল—বিজয় ও সপ্তশত বীরবৃন্দ
একত্র আসীন)

১ম বীর—হা বিধে! কেনরে আমি জীবিত এখন,
হারাইয়া পত্নী পুত্র আত্মীয় স্বজন!

২য় বীর—হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি—উহুঃ যায় প্রাণ,
স্মরিয়া তোমার সেই কমল বয়ান!

৩য় বীর—হা পুত্র! প্রাণের নিধি, কোথা গেলি বাপ,
তোরে হারাইয়া আজি পাই মনস্তাপ!

বিজয়।—আমার কারণে যত প্রিয়বন্ধুগণ,
শোকের সাগরে আজি সবে নিমগন,
হারাইয়ে পত্নীধনে, হারায়ে পুত্র রতনে,
বিধির বিধানে ত্যজি যত পরিজনে,
আমার কারণে সবে কষ্ট পায় মনে।
আমা হেতু এ অনর্থ ঘটিল সবার,
আমা সম মহাপাপী কেবা আছে আর!
হইয়া কামের দাস, করিলাম সব নাশ,
আমার কারণে মাতা ত্যজিলা পরাণ,
যত সহযাত্রী নারী সমুদ্রে শয়ান।

কিবা কাজ ছার প্রাণ রাখিয়া আমার,
এখনি ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাতে সবার!
সাগর সলিলে পশি, বিনাশি কলুষ রাশি,—
জীবিত থাকিলে নব নব পাপ-স্রোতে,
দিন দিন আমারে গো হইবে ভাসিতে।
ক্ষম অপরাধ মম সহচরগণ,
বিদায় আমারে দেও জন্মের মতন।

(সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

সকলে।—ওকি কর যুবরাজ ত্যজনা সবায়,
কেমনে বাঁচিব মোরা হারায়ে তোমায়!

অনু।— স্থির হও যুবরাজ না ত্যজ পরাণ,
তোমার বিহনে মোরা শবের সমান,
তুমি আমাদের প্রাণ, তুমি বিনা নাহি ত্রাণ,
এখনও জীবিত মোরা হেরি ও বয়ান,
নহিলে জলধি নীরে হ'তাম শয়ান।
একান্ত যদি হে প্রাণ দিবে বিসর্জ্জন,
যদি প্রাণ ত্যজিবারে হ'য়ে থাকে পণ,
তবে চল সবে মিশি, জলধি সলিলে পশি,
চির শান্তিধামে মোরা করিগে গমন,
আর না হইতে হবে শোকে নিমগন।
হয়েছে যে কাজ সবে মন্ত্রণার-বলে,
দোষী হইয়াছি তায় আমরা সকলে,

তুমি আমাদের ত্যজি, একাকী যাইবে আজি,
কেমনে বিদায় মোরা দিব হে তোমায়,
যথা যাবে সঙ্গে ল'য়ে যাও হে তথায়।

(নেপথ্যে দৈববাণী)

দৈব ।—সম্বর রোদন সবে ত্যজ শোকভার,
পত্নী পুত্র সনে দেখা না হইবে আর,
ত্যজি এই ধরাধাম, গেছে তারা স্বর্গধাম,
সদা সুখময় স্থানে করিছে বিহার,
দেব কার্য্য সিদ্ধ হ'লে মিলিবে আবার।
ইহাই দেবের ইচ্ছা জানিও সকলে,
নাহি আত্মনাশ কর পশিয়া সলিলে,
পড়িলে দেবের কোপে, স্বর্গ হারাইবে পাপে,
নরকে নিবাস তবে হবে চিরকাল,
ইচ্ছা করি না ঘটাও বিষম জঞ্জাল।

(স্বয়ং বিষ্ণুর ঋষিরূপ ধারণ করিয়া প্রবেশ)

(সানুচর বিজয়ের ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম)

বিজয়।—কোন্ দেশ ইহা হয় কই দেব শুনি ?
লোকালয় কত দূর আছে নাহি জানি ?

ঋষি।—(সকলকে আশীর্ব্বাদ করতঃ)
নহে এ নূতন দেশ, লঙ্কা নাম ধরে,
দুরাচার যক্ষদল ইহাতে বিচরে,
পূর্ব্বকালে রক্ষপতি, দুরাচার দুষ্টমতি,

রাবণ স্ববংশে হ'ল নিধন এখানে,
দশরথাত্মজ বীর রাঘবের বাণে।
এবে সেই স্থানে পুনঃ যক্ষ অত্যাচার,
(ধরণী না পারে আর ধরিতে সে ভার)
কালসেন যক্ষপতি, অত্যাচারী সে দুর্ম্মতি,
তব বাহুবলে দুষ্ট হবে নিপাতিত,
সহচর যত তার সবে হবে হত।
তব বাহুবলে দেশ হইবে বিজিত,
তব নামে এই দেশ হইবে বিখ্যাত।
ভীষণ আকার যক্ষ, বধি তুমি লক্ষ লক্ষ,
স্থাপিবে হেথায় এক সুন্দর নগরী,
অদূরে ঐ লোকালয় যাও ত্বরা করি।

(কমণ্ডলু হইতে শান্তিজল লইয়া সকলের
মস্তকে ছিটাইয়া দেওন ও প্রত্যেকের
বাহুতে কবচ বন্ধন করতঃ)

সাবধান, বীরদল—কাহার কথায়,
না ত্যজিও ভ্রমক্রমে কখন ইহায়।
যতক্ষণ দেহে রবে, কেহ জিনিতে নারিবে,
স্খলিত হইলে হবে নিশ্চয় মরণ,
ইহার প্রভাবে সবে জয়ী হবে রণ।
বিভীষণ হেতু যথা লঙ্কার রাবণ,
স্ববংশে নির্ব্বংশ সহ পাত্রমিত্রগণ।

তেমতি জানিবে হেথা, কোন এক যক্ষসুতা,
উপলক্ষ করি হবে রাজার পতন,
মন্ত্রণা নিপুণা হয় সে নারী রতন।
যক্ষ বলি মনে কভু না করিও ডর,
নিজেরে দেবতা জ্ঞানে করিবে সমর,
অন্তরে প্রফুল্ল হ'য়ে, করবাল করে ল'য়ে,
বধিবে সে যক্ষরাজে সহ অনুচর,
সেনা সহ অনুজে পাঠাবে যমঘর।

(ঋষির প্রস্থান—অন্যদিক দিয়া সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(লঙ্কাদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী বনমধ্যস্থ জলাশয়—
যক্ষবালা কুবেণী একপার্শ্বে আসীনা—
দুইজন যক্ষের ও কুবেণীর দাসীর
গুপ্তভাবে বৃক্ষের অন্তরালে
অবস্থিতি—বিজয় ও
অনুরাধের প্রবেশ)

বিজয়।—(স্বগতঃ)

অভাগা চাহিলে হায়, সাগর শুকায়ে যায়,
ঘটিয়াছে সেই দশা আমার কপালে,
পাইতেছি নানা কষ্ট আমি অবহেলে।

আজি একি দশা পুনঃ ঘটিল রে হায় !
প্রাণপ্রিয় বন্ধু সবে গেল রে কোথায় !
অগ্রসরি আমি যাই, যদি বা সন্ধান পাই,
মিত্রগণে উদ্ধারিব করিয়া উপায়,
কিম্বা যক্ষ অস্ত্রঘাতে পড়িব ধরায় !

(চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া কুবেণীকে দেখিতে পাইয়া)

(সক্রোধে)
কোথা মোর প্রাণপ্রিয় সহচরগণ ?
কোথায় আছেন তারা বলহ এখন ?

কুবেণী।—(বিনীতভাবে)
সে সব জানিয়া তব হইবে কি ফল ?
স্নান করি সরোবরে, আইস হে ত্বরা ক'রে,
যাহাতে হইবে তব শরীর শীতল,
ভক্ষণ করহ এই উপাদেয় ফল,—
পর লাগি এত কেন হ'তেছ চঞ্চল।

বিজয়।—(স্বগত)
এ রমণী মায়াবিনী বুঝিনু নিশ্চয়,
ঐন্দ্রজালে ছলিয়াছে বান্ধব নিশ্চয়।

(অসি নিষ্কোষিত করণ)

(দুইজন যক্ষের প্রবেশ—একের পলায়ন ও অপরের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

মায়াবিনী, কুহকিনী ! কোথা যাবি, আর ?
মম হস্তে তোর আর না দেখি নিস্তার,
ভাল চাস্ মানে মানে, দে আনিয়ে মিত্রগণে,
নতুবা কিছুতে তোর নাহি পরিত্রাণ,
করিব এ খড়্গে তোরে আজি খান খান।

(কুবেণীকে কেশে ধরিয়া বধিতে উদ্যত)

কুবেণী।—(করুণ স্বরে)
ক্ষম অপরাধ প্রভো ! ধরি তব পায়,
স্ত্রীহত্যা পাতকে লিপ্ত হ'য়না ক হায় !
মম এ ধন-যৌবন, সব করিনু অর্পণ
তব পদে,—প্রাণ ভিক্ষা দেওহে আমায়,
আজি হতে দাসী হৈনু ও পদ সেবায়।

বিজয়।—কে তোরে বিশ্বাস করে ওরে মায়াবিনী ?
যক্ষকন্যা হ'স্ তুই মহা কুহকিনী !
যত মোর সহচরে, আন্‌রে দৃষ্টি গোচরে,
নতুবা বধিয়া তোরে কলুষি ধরণী,—
এ পাপের প্রতিফল পাইবি এখনি।
শপথ পালন করে যত যক্ষগণে,
ভাঙ্গেনা শপথ তারা, শুনেছি শ্রবণে,
এখনি শপথ ক'রে, যত মম সহচরে,
আনরে সম্মুখে মোর ওরে ও পাপিনী,—
ভয় নাই, অবলারে নাহি অস্ত্র হানি।

কুবেণী।—সত্য করি কহিতেছি তোমারে এখন,
আনিয়া দিতেছি তব সহচরগণ,
তুমি হবে লঙ্কাপতি, তুমি নাথ মম পতি,
তোমারে অর্পিণু আমি জীবন যৌবন,
সাক্ষী রহিলেন স্বর্গে যত দেবগণ।
আজি হ'তে হ'লে তুমি মম প্রাণেশ্বর,
আমার কৌশলে নাথ হবে লঙ্কেশ্বর,
শুন হে বিজয়বাহু, বধি কালসেন রাহু,
লভিয়ে এ রাজ্য তুমি হবে রাজ্যেশ্বর,—
ত্যজি কেশ কর কৃপা দাসীর উপর।

(বিজয় কর্ত্তৃক কুবেণীর কেশত্যাগ)

সত্য সম ধর্ম্ম নাই অবনী ভিতরে,
সত্য করি কহিতেছি দেবের গোচরে,
বলিলাম আজি যাহা, অবশ্য পালিব তাহা,
যত দিন রবে দেহ অবনী মাঝারে,
সত্যে বদ্ধ রৈনু আমি রাজার কুমারে।

(কুবেণীর ইঙ্গিতে দাসী কর্ত্তৃক বিজয়ের সপ্তশত বন্ধুর মোচনও প্রবেশ—সকলের সহিত বিজয়ের আলিঙ্গন—বিজয়ের বাম পার্শ্বে কুবেণীর উপবেশন)

নেপথ্যে গীত।

প্রেম কে জানে সই।
প্রেমিক বিনা প্রেম কে জানে সই॥

প্রেমে হয় মাতামাতি, প্রেমে মরে রই।
প্রেম করে সই কি লাঞ্ছনা, ঘুচলো না কভু গঞ্জনা,
প্রেমের দায়ে জীয়ন্তে মরা, হ'য়ে আছি সই ॥
প্রেমিকের নাইকো জাতি, প্রেমিকের প্রেমেই রতি,
হেন প্রেম জানে কেবা, প্রেমিক বিনা সই।
প্রেম করে প্রেমিকের সনে, ভাসব দোঁহে সুখ-তুফানে,
রব আনন্দিত মনে, প্রেম সমরে হয়ে জয়ী ॥
ফোটে বটে প্রেম-কাননে, নানা জাতি ফুল গোপনে,
কেবা তার সন্ধান জানে, সৌরভেতে আকুল হই।
প্রেমিকের প্রেম বিনা, কি আছে তা জানিনা,
বল দেখি হৃদি সোণা, তাই প্রেমেতে মরে রই ॥

বিজয়।—(সচকিতে)

কিসের সঙ্গীত ওই কহ বিনোদিনি ?
এ হেন নিশীথে কেবা জাগে কহ শুনি ?
মাতিয়া সুধার রসে, মিলাইয়া নব রসে,
গাইছে কাহারা ওরা ও বিধুবদনি !
দেব কি গন্ধর্ব্ব হ'বে হেন অনুমানি।
হেন অনুমানি চিতে, এই নব প্রণয়েতে,
বুঝিবা ঘটিবে কোন অপ্রিয় ঘটনা,—
বলহ কারণ, শুনি—বিলম্ব সহেনা।

কুবেণী।—(সহাস্যে)

কিছু ভয় নাই তব ভাবী রাজ্যেশ্বর !

'হইয়াছ তুমি আজি মম প্রাণেশ্বর,
মিলি যত দেবসুতা, হ'য়ে অতি হর্ষযুতা,
তাই গাইতেছে বসি গিরির উপর,
অনতিবিলম্বে তুমি হবে লঙ্কেশ্বর।
রাজবেশে এস আজি সাজাই তোমায়,
যে সাজে সাজিবে ভাল এ রাজ সভায়।

বিজয়।—পরিহাস ত্যজ তুমি নবীনা যুবতী,
রসের সময় নয় ওলো রসবতি!
কেমনে তোমায় ল'য়ে, রব নিরাপদ হ'য়ে,
জানিনা কিছুই আমি যক্ষের শকতি,
কেমনে যক্ষেরে বধি হ'ব লঙ্কাপতি।

কুবেণী।—(বিজয়ের হৃদয়ে হস্ত স্থাপন করতঃ)
প্রবল পবনে যবে ভাঙ্গে তরুচয়,
বল্লরী তাহার সনে ভূপতিত হয়,
কিন্তু নাথ জেনো সার, সতীর এ ব্যবহার,
বল্লরী-যুবতী অগ্রে ত্যজয়ে পরাণ,
পতির কারণে শোকে হ'য়ে ম্রিয়মাণ।
কোন চিন্তা নাই তব ওহে যুবরাজ,
মম সত্যে সাক্ষী আছে দেবের সমাজ,
বিশ্বাস করুন মোরে, বসাইব আপনারে,
সিংহলের সিংহাসনে,—করিবে বিরাজ
মম সু-কৌশলে—আমি সাধিব এ'কাজ।

বিজয়।—হেন অনুচিত কথা না বল কখন,
বিশ্বাস তোমায় করি রমণী রতন,
হেন কথা বার বার, উল্লেখ না ক'র আর,
এ হেন কথায় পাই অন্তরে বেদন,
সত্য বলি মানি আমি তোমার বচন।

কুবেণী।—(সহাস্থে)
নাহি অবিদিত মম তব বাহুবল,
যাহে এ অধিনী ধরে চরণ যুগল,
শুন তবে প্রাণেশ্বর, অদূরে আছে নগর
শ্রীবর্ত্ত নামেতে—তথা যক্ষ মহাবলী,
শাসিতেছে এই লঙ্কা হ'য়ে কুতূহলী।
কালসেন নাম ধরে সে যক্ষরাজন্!
(যাঁহার প্রতাপে কাঁপে এ লঙ্কা ভবন!)
পশুমিত্রা নাম ধারী, রূপবতী যক্ষ নারী,
পতিত্বে সে যক্ষরাজে করিবে বরণ,
তাই যক্ষ ভবনেতে উৎসব এখন।
জননী কুন্দনামিকা করে সম্প্রদান,
তাই তথা নৃত্য গীত বাদ্যের বিধান,
আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে, সুধা বোধে সুরা পিয়ে,
অসংখ্য গুহ্যকগণ হ'য়ে ভ্রান্তিমান,
বিবাহ উৎসব সবে করে সমাধান।
সপ্ত দিবা সুরাস্রোত বহিবে সেখানে,

আনন্দে উন্মত্ত সবে আপনার মনে,
এমন সুযোগ আর, হবে না কভু কুমার,
বধিতে পাপিষ্ঠগণে এ লঙ্কা ভবনে,
বধিয়া সে যক্ষরাজে ব'স সিংহাসনে।
মহা ধনুর্দ্ধর তব সহচরগণ,
তাহারা প্রস্তুত সবে করিবারে রণ।
তাহাদের সঙ্গে ল'য়ে, চল ত্বরান্বিত হ'য়ে,
পাঠাক্ তাহারা যক্ষে শমন ভবন,
হ'ক যক্ষ রক্তে রাঙ্গা সমর প্রাঙ্গন।
বিজয়।—যা কহিলে সব সত্য কিন্তু প্রণয়িনী,
যক্ষ বলাবল আমি কিছুই না জানি,
অজ্ঞাত এ যক্ষপুরে, ল'য়ে যত সহচরে,
কেমনে পশিব আমি কহ সুবদনি!
না জানি যক্ষের আছে কত অনীকিনী।
মানচিত্র বিনা কার্য্য হবে না উদ্ধার,
কোথায় কয়টা দুর্গ আছয়ে তাহার,
কোন্ পথে কত সেনা, সে সব কিছু জানিনা,
কত অশ্ব পদাতিক, কেবা নেতা তার,
কহ বিধুমুখি, মোরে এ সব বিস্তার!
যদি পার চন্দ্রাননি, কহিতে সকল,
তবে বধি যক্ষরাজে সহ যক্ষদল,
অবহেলে সিংহাসন, লভিব করিয়া রণ,

বসাইব বিনোদিনি, তাহাতে তোমায়,
লঙ্কেশ্বরী দেখ তুমি হবে অচিরায়।

(কুবেণীর প্রস্থান ও কাগজ কলম লইয়া
পুনঃ প্রবেশ)

কুবেণী।—(মানচিত্র অঙ্কিত করণ)

বিজয়।—যক্ষপতি বলাবল কহ চন্দ্রাননি?
মহাবীর কয় জন—কত অনীকিনী?

কুবেণী।—(মানচিত্র সম্মুখে রাখিয়া)
এই যে দেখিছ ক্ষেত্র—নিকটে ইহার,
দুই ক্রোশ দূরে সৈন্য রহে দু হাজার,
পরাক্রান্ত বিশালাক্ষ নায়ক তাহার।
ইহার দক্ষিণে রহে পঞ্চ ক্রোশ দূরে,
দশ শত অশ্বারোহী, শত রথী গজারোহী,
ভীষণ মূরতি যোধ পদাতি বিহরে,
নেতা রাজানুজ—জয়সেন নাম ধরে।
পশ্চিম দিকেতে তার অষ্ট ক্রোশ পরে,
আছে এক দুর্গ—পঞ্চভুজ ক্ষেত্রাকারে।
আছে তার পঞ্চ দ্বার, দেখিতে প্রকাণ্ডাকার,
আছে হস্তী সৈন্য কত কে করে গণন,
রহে তথা নানাবিধ ভীম প্রহরণ।
দশ ক্রোশ এ দুর্গের পূরব উত্তরে,
আছে বটে বহুসেনা, কে করে তার ঠিকানা,

রক্ষা করে এই দল বিরূপাক্ষ বীরে।
বহু দূরে স্থানে স্থানে, কত সৈন্য কেবা জানে,
অশ্ব গজ পদাতিক আছে অগণন,
সে সবায় নাহি কাজ, হত হ'লে যক্ষরাজ,
সকলেই তব বশে আসিবে তখন।
এই কয় ব্যূহ মাঝে রাজ নিকেতন,
দেখিতে সে মনোহর—অতি সুগঠন,
দ্বারে শত শেত দ্বারী, নানা প্রহরণ ধারী,
অতি দুরাচার যক্ষ—আকার ভীষণ,
দুর্ম্মদ তাহারা রণে,—সাক্ষাৎ শমন।

বিজয় ;—(সবিস্ময়ে ও সচকিতে)

বৃথা আশা প্রিয়ে তব লঙ্কেশে বধিতে,
অসম্ভব বলি ইহা হয় মম চিতে।
অসংখ্য সৈন্য ভিতরে, মোরা সপ্ত শত বীরে,
কিরূপে করিব জয় যক্ষেশে সমরে,
উপায় না দেখি কিছু ভাবিয়া অন্তরে।
পারি দ্বি সহস্র সেনা নাশিতে অক্লেশে,
এই ক্ষেত্র পারে দেখ যাহারা নিবসে,
দুর্গরক্ষী বীরবর, কিম্বা রাজ সহোদর,
মিলিলে তাদের সনে হবে সর্ব্বনাশ,
অবশ্য ত্যজিতে হবে এ প্রাণের আশ।
অসংখ্য অরাতিকুল বধিয়া সমরে,

যদি না বধিতে আমি পারি লঙ্কেশ্বরে,
কার্য্য সিদ্ধ না হইবে, অথচ জীবন যাবে,
এ হেন বিফল কাজ না চাই করিতে,
অন্য কোন সদুপায় পার কি বলিতে ?

কুবেণী।—অসংখ্য অরাতিকুল বধিয়া সমরে,
যদ্যপি শায়িত হবে ধরার উপরে,
মম অনুচরগণ, বল তবে কি কারণ,
ভীষণ কৃপাণ আর ধনুর্ব্বাণ ধরে ?
কালান্তক সম বল তাদের শরীরে।
তাহারা সকলে তব রহিবে সহায়,
কোন চিন্তা নাহি তব ওহে যুবরায়,
নিজে রব পুরোগামী, পশ্চাতে রহিবে তুমি,
কৃপাণ ধরিয়া হস্তে রক্ষিব তোমায়,
ভয় নাই—এস নাথ—যাই হে ত্বরায়।
তব পরাক্রম নাথ আছে মম জানা,
কি হেতু এরূপ তুমি হতেছ বিমনা।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন সম, হয় হে তব বিক্রম,
বীরশ্রেষ্ঠ হ'য়ে নাহি হও শঙ্কাকুল,
যক্ষরাজবংশ আজি হইবে নির্ম্মূল।
তোমার করেতে সবে হইবে নিধন,
যক্ষরাজবংশে এই বিধির লিখন।
বল পরিণয় স্থলে, সেনা রয় কোন্ কালে,

রক্ষক ব্যতীত বল রহিবে কে আর ?
বধিতে রক্ষকে যত ভাবনা তোমার,—
সে কার্য্যের ভার আমি লইনু আপনি,
ত্বরা করি চল তুমি ওহে গুণমণি।

বিজয়।—ধন্য তুমি যক্ষকুলে কবেণী সুন্দরী!
তুমিই করিবে জয় এই লঙ্কাপুরি!
বুঝি দেবী সরস্বতী, ক'রে তব কণ্ঠে স্থিতি,
সমর উৎসাহে মোরে করে উৎসাহিত,
ভীরু কাপুরুষ সম দেখি মোর চিত।
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্ জীবনে আমার!
এখনো না ধরি অসি, উৎসাহে তোমার!
পশি একা রণ মাঝে, বধি সেই যক্ষরাজে,
আর তার সেনাগণে করিয়া সংহার,
কেন না লভিনু আমি সিংহাসন তার।
হইয়া রাজার পুত্র হব যক্ষদাস,
তাহা না হইবে কভু এ প্রাণ থাকিতে,
যা থাকে কপালে—যক্ষে করিব বিনাশ,
ধরিলাম এই অসি গুহ্যক নাশিতে!
(করযোড়ে ভারত মাতার প্রতি)
কোথা গো ভারত মাতা! আশীষো আমারে,
অধম এ পুত্র তব যাইবে সমরে।
যুঝিব যক্ষের সনে, সদয় হৈও মা রণে,

রক্ষিও অলক্ষ্যে তব অকৃতি সন্তানে,
না স্পর্শে কলঙ্ক যেন তোমার ও নামে।

কুবেণী।—ধন্য বঙ্গকুল-রবি অরি-নিসূদন,
বীরের মতন কথা কহিলে এখন।

(নেপথ্যে দৈববাণী)

দৈব।—যাও বৎস বঙ্গবীর—বঙ্গের রতন,
বিনাশিয়া যক্ষরাজে লভ সিংহাসন।

বিজয়।—(সোৎসাহে)

এইত সময় হয় যত বন্ধুগণ,
দেখাইতে রণশিক্ষা যক্ষের সদন,
বিধাতার ইচ্ছাক্রমে, উপনীত লঙ্কাধামে,
অলঙ্ঘ্য সাগর পারে—ত্যজি প্রিয় জন,
দেবের ইচ্ছায় এস লভি সিংহাসন।
এস সবে ভুজবলে বধি যক্ষেশ্বরে,
তাহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি নাশি রে সত্বরে।
অতুল সাহস ভরে, আইস পশি সমরে,
হয় ভুজবলে যক্ষে করিব নিধন,
না হয় করিব সুখে সংগ্রামে শয়ন!
সত্য করি কহ সবে, রণে নাহি ভঙ্গ দিবে,—
কেহ না করিবে রণে পৃষ্ঠ প্রদর্শন,
যে করিবে—তারে আমি করিব বর্জ্জন।
কিবা ফল বল প্রাণ রাখিয়া তাহার?

বন্দী করি লবে যারে যক্ষ কারাগার,
যক্ষাগারে বন্দী হ'য়ে, কি ফল জীবিত র'য়ে,
তাই বলিতেছি সবে করি বার বার,
"দেহের পতন কিম্বা কর কার্য্যোদ্ধার।"
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"
এই মন্ত্র হৃদে ধরি চল বন্ধুগণ!
প্রভাত না হ'তে নিশা আজি রাত্রিকালে,
চল জয় করি লই লঙ্কা অবহেলে।

সকলে।—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"
এই মন্ত্র হৃদে ধরি চল বন্ধুগণ!

অনু।—শুন বীরগণ! মোরা কাল এতক্ষণ,
উদ্যত সাগরে প্রাণ করিতে বর্জ্জন!
কিন্তু শুনি দৈববাণী, পুনঃ আশা-সঞ্জীবনী,
আইল এ দেহে প্রাণ করিতে রক্ষণ,
ত্রাণ পাইলাম পাপ হইতে ভীষণ!
যদ্যপি বলহ বৈরী নহে যক্ষেশ্বর,
কি কাজ তাহার সনে করিয়া সমর।
আজি বিবাহ সভায়, কি কাজ বধিয়া তায়,
ইহার উত্তর আমি কহি সকলেরে,
নাগ উপাসক যক্ষ,—না মানে দেবেরে।
দেব উপাসক মোরা দেবতারে মানি,
দেব-দ্বেষিগণে মোরা শত্রু মধ্যে গণি।

বিশেষ এ রণ-স্পৃহা হইলে প্রকাশ্য,
নিশ্চয় যক্ষের হস্তে হইব বিনাশ।
যদি বল প্রজাভাবে রহিব হেথায়,
যক্ষ সহ মানবের মিল হ(ও)য়া দায়।
আর শুন তার আছে সেনা অগণন,
কঠিন মোদের পক্ষে সম্মুখীন রণ।
সমকক্ষ বল হ'লে সম্মুখ সমর,
অবশ্য করিতে পারি,—নাহি তাহে ডর।
নতুবা কৌশলে বলে ছলে রিপুচয়,
নাশিয়া যেরূপে পার লভিবে বিজয়।
তার সাক্ষী রামানুজ এই লঙ্কাপুরে,
কৌশলে সে ইন্দ্রজিতে বধে যজ্ঞাগারে।
তাই বলি বন্ধুগণ কর অবধান,
(ইহা) গুপ্ত রণ,—নহে অন্যায় সংগ্রাম।
যুদ্ধ বিনা আমাদের গতি নাই আর,
লভিব এ রাজ্য যক্ষে করিয়া সংহার,
হয় লব সিংহাসন, নহে দিব প্রাণ-ধন,
(হইবে দুয়ের এক,—কি চিন্তা তাহার.)—
ল'য়ে অসি ধনুর্ব্বাণ সংগ্রাম মাঝার।

বিজিত।—কুবেণীর বলাবল চাই জানিবারে,
হবেন সহায় যিনি সংগ্রাম মাঝারে,
জানিয়া তাহার বল, ভাগ করি সেনাদল,

অগ্রসর হব সবে যক্ষের সমরে,
বলুন প্রকাশি তিনি আশ্বাসি সবারে।

বিজয়।—কহ প্রিয়ে! আছে তব কত বলাবল,
কত অশ্ব, গজ, রথ, পদাতিক দল ?

কুবেণা।—দশ শত আছে মোর পদাতিক বল,
রণে বিভীষণ তারা অরাতি-সূদন,
সপ্ত শত সৈন্ধবাশ্ব আছয়ে সম্বল,
আছে দুই শত হস্তী সংখ্যায় গণন!
খড়্গ, ভল্ল, শেল, শূল কে করে গণন,
মহিষ বিষাণে ধনু আছে অগণন।
নির্ম্মিত দ্বিরদ রদ অস্ত্র নানা জাতি,
অতীব সুন্দর শোভে মনোহর ভাতি।
এক শত দিব্য রথ আছে বায়ু-গতি,
দেখিতে সুদৃশ্য তাহা মনোরম অতি।
চর্ম্ম বর্ম্ম কত আছে নাই সংখ্যা তার,
আছে নানাবিধ অস্ত্র হাজার হাজার।
যাহা কিছু আছে নাথ সকলি তোমার,
সঁপিল এ দাসী সব পদে আপনার।
আর এক কথা আছে শুন প্রাণনাথ,
বৃত্তিভোগী বহুসেনা রাখে লঙ্কানাথ।
দেশের মমতা শূন্য, হয় সেই সব সৈন্য,
অর্থলোভে ঝোঝে তারা রাজার কারণ,

আজিকার রণে রাজা হইলে নিধন,—
সকলে তোমার পদে লইবে শরণ,
কিম্বা নিজ দেশে তারা করিবে গমন।
রণ মাঝে থাকি আমি অগ্রেতে সবার,
পথ প্রদর্শক হ'য়ে যাইব তোমার।

অনু।—আজি রণে বন্ধুগণ, কর সবে এই পণ,
বিনাশি যক্ষেশে লব এই রাজ্য ধন,
নহি মোরা সপ্ত শত, অনুবল দশ শত,
যক্ষ আর হয় হস্তী রথ অগণন।
যেবা যাহা ইচ্ছা করে, সে সেই বাহনে চড়ে,
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে হইয়া সজ্জিত,
কৌশলে রণ মাঝারে, জিনি সেই লঙ্কেশ্বরে,
যক্ষের রক্তেতে ধরা করিব প্লাবিত।
সূর্য্যাস্ত না হ'তে পুনঃ, কর সব আয়োজন,
কিরূপে করিবে জয় শত্রুর ভবন,
মম অভিপ্রায় হয়, ল'য়ে চারি শত হয়,
আক্রমিয়া বিশালাক্ষে করিব নিধন।
তিন শত অশ্বারোহী, শত রথ গজারোহী,
রাজপুত্র সহ রণে করুন গমন,
জয়সেন বীরবরে করিতে নিধন।
পেয়ে যদি সমাচার, হ'য়ে আসে আগুসার,
রোধিবে কুমার তারে সেই রণাঙ্গনে,

য়ন্ উরুবেল বীর কুমারের সনে।
যক্ষসেনা সঙ্গে ল'য়ে, বিজিত বাম দিকে গিয়ে,
দুর্গরক্ষী বিরূপাক্ষে করি আক্রমণ,
পাঠান তাহারে অদ্য শমন ভবন।
ল'য়ে শত যক্ষসেনা, কুবেণী যক্ষ ললনা,
রাজ নিকেতন পাশে এক ক্রোশ দূরে,
থাকুন গোপন ভাবে ক্ষণকাল তরে।
যদি কোন গুপ্তচর, অশ্বেতে করি নির্ভর,
রাজবাটী অভিমুখে সেই পথে ধায়,
তীক্ষ্ণ শরে ধরাশায়ী করিবে তাহায়।
পরে যবে যক্ষগণে, ছিন্ন ভিন্ন করি রণে,
বাজাইব ভেরী আমি মহা ঘোর স্বনে,
মিলিবে কুমার আসি কুবেণীর সনে।
অশ্ব সেনা ল'য়ে সঙ্গে, কুমার এ রণ-রঙ্গে,
কুবেণীর সহ আসি মিলিবে ত্বরায়,
গজ রথী উরুবেলে রাখিয়া তথায়।
মাল্লাগণ সেইক্ষণে, আসি সবে সেই স্থানে,
বিজিত শিবির মম করিবে রক্ষণ,
শত্রু হস্তগত পুনঃ না হয় যেমন।
আমি সেই অবসরে, দুই শত সেনানীরে,
উরুবেল সাহার্য্যার্থ করিব প্রেরণ,
নিজে যাব বিজিতেরে করিতে রক্ষণ।

দুর্গরক্ষী বিরূপাক্ষে করিতে নিধন,
বিজিতের সেনা সহ নিজ সেনাগণ,
একত্র করিয়া সবে, মিলি সে ভীম আহবে,
অনর্গল শরজাল করি বরষণ,
দেখাইব বিরূপাক্ষে শমন ভবন।
সেই অবকাশে তুমি মিলি প্রিয়া সনে,
সেনা সহ প্রবেশিয়া লঙ্কেশ ভবনে,
বধি সেই যক্ষেশ্বরে, আর তার অমাত্যেরে,
লাভ করি সিংহাসন—ল'য়ে কুবেণীরে,
বিরাজ করিবে দোঁহে হরিষ অন্তরে।
আমার যে মত আজি কহিনু সবারে,
অন্যের কি মত আমি চাই জানিবারে ?

বিজয়।—(অনুরাধের স্কন্ধে হস্তার্পণ করত)
রণ কুশলতা তব ধন্য অনুরাধ !
তোমার রণপাণ্ডিত্বে মম মনোসাধ,
অবশ্য মিটিবে ভাই, ইথে কিছু শঙ্কা নাই,
দেবগুরু সম তুমি ধর বুদ্ধিবল,
অবহেলি তব কথা পাইতেছি ফল।
সমর-সাগরে তুমি হও সুকাণ্ডারী,
অর্জ্জুনের সম তুমি হও ধনুর্দ্ধারী !
তোমরা সহায় যার, কি ভয় বল তাহার ?
অনুবল আছে মোর কুবেণী সুন্দরী !

থাকিতে এমন বল কেন যক্ষে ডরি ?
সমস্ত গুহ্যক যদি হয় একাকার,
তথাপি তাদের মোরা নাহি ডরি আর,
পশি আজি রণাঙ্গনে, চোখ চোখ তীক্ষ্ণবাণে,
পাঠাব যক্ষেরে সবে শমন আগার,
বহিবে রুধির স্রোত সমর মাঝার।
কুবেণীর গৃহে চল যত বন্ধুগণ,
ত্বরা করি, বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন,
মম প্রিয় বন্ধুগণ, ল'য়ে অস্ত্র অগণন,
অশ্ব গজ রথোপরি করি আরোহণ,
হরিষ অন্তরে চল সমর প্রাঙ্গণ।

(সকলের প্রস্থান)



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কুবেণীর গৃহপার্শ্বস্থ গিরিশৃঙ্গ।

(কুবেণী ও তাহার সহচর যক্ষগণ—বিজয় ও তাহার সপ্তশত সহচরগণের প্রবেশ)

বিজয়।— শুন সহচর বন্ধু আর যক্ষগণ!
আজি সবে হ'য়ে মোরা এক প্রাণ মন,
উদ্যত ভীষণ ব্রতে, ভাবহ সকলে চিতে,
দেব-দ্বেষী দুরাচার অতীব ভীষণ,
কালসেন যক্ষরাজে করিতে নিধন।
জন্মিলে যখন জান অবশ্য মরণ,—
বীর হ'য়ে কেন ভয় করিবারে রণ,
স্মরি বঙ্গমাতা নাম, স্মরি আজি স্বর্গধাম,
চলহ প্রবেশি সবে সমর প্রাঙ্গণ,
নাহি দিব রণে ভঙ্গ,—প্রাণ যতক্ষণ।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"
এ পবিত্র বাণী স্মরি চল বন্ধুগণ!
বৃথা সেই বঙ্গধাম, বৃথা হে বিজয় নাম,
যদি না লভিতে পারি লঙ্কা সিংহাসন,
কি ফল রাখিয়া তবে এ ছার জীবন।

বীরের সন্তান মোরা হই বীরবর,
বীরের মতন পশি সমর ভিতর,
সাজি সবে বীর সাজে, আক্রমিয়া যক্ষরাজে,
হয় বীরধামে তারে করিগে প্রেরণ,
নয় বীরলোকে চল করিগে গমন।
যক্ষপতি ত্রাসে সদা শঙ্কিত পরাণ,
বধিয়া সে যক্ষরাজে রাখ বঙ্গ মান,
ভয়ে কাঁপে এই পুরী, কাঁপে কুবেণী সুন্দরী,—
হউন সে যক্ষরাজ যত বলবান,
আমাদের হস্তে আজি নাই পরিত্রাণ!
কিবা ফল বন্ধুগণ বল এ জীবনে!
যক্ষ-ক্রীতদাস হ'য়ে থাকিয়া এখানে?
গেছে পত্নী পুত্র ধন, পুনঃ স্বাধীনতা-ধন,
ত্যাগ করি রব কি হে যক্ষের অধীনে?
কখন হবে না তাহা বঙ্গের সন্তানে!
বহুযত্নে বঙ্গমাতা করেছে পালন,
আজিকে তাহার মান রাখ বন্ধুগণ!
যে বীর শোণিত ধারা, বহে দেহে প্রতি শিরা,
সে বীরের কার্য্য সবে করহ এখন,
না কর মাতার অঙ্গে কলঙ্ক লেপন।
চল ওহে বীরগণ! চল যাই রণে,
প্রফুল্ল বদনে পশি সমর অঙ্গনে,

হ'য়ে যক্ষ-ক্রীতদাস, সুখাশে হ'য়ে নিরাশ,
কেমনে কলঙ্কী মুখ দেখাবে ভুবনে,
আপনি দেখিতে ঘৃণা হয় মনে মনে।
"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"
স্মরি এ পবিত্র বাণী চল বন্ধুগণ!
যক্ষ-কৃপাধীন হ'য়ে, যক্ষের পীড়ন স'য়ে,
কি কাজ লঙ্কায় র'য়ে, ওহে বীরগণ!
বিধেয় মোদের পক্ষে করিবারে রণ।

সকলে।—"মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন,"
বধিয়া সে যক্ষরাজে লভ সিংহাসন।

বিজয়।—(বিজিতের প্রতি)
যক্ষসেনা ল'য়ে যাও দুর্গ অভিমুখে,
বিরূপাক্ষে বধি পুনঃ ভেট মোরে সুখে।
(কুবেণীর প্রতি)
শত ধনুর্দ্ধর ল'য়ে কুবেণী সুন্দরী,
রাজবাটী অভিমুখে যাও ত্বরা করি।
(অনুরাধের প্রতি)
চারি শত অশ্বারোহী বঙ্গসেনা সনে,
বিশালাক্ষ সহ তুমি প্রবেশহ রণে।

(একদিক দিয়া বিজিত, কুবেণী, অনুরাধ ও সেনাগণ—অপরদিক দিয়া বিজয়, উরুবেল ও তাহার সেনাগণের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লঙ্কার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—বিশালাক্ষ আসীন।

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—(করপুটে)

অবধান সেনাপতে—অশ্ব আরোহণে,
আসিতেছে বহু সেনা তব সন্নিধানে,
নাহি জানি কোন্ জাতি, আসিতেছে বায়ু গতি,
বোধ হয় আক্রমিবে তব সেনাগণে,
মুহূর্ত্তে তাহারা আসি পড়িবে এখানে।

বিশা।—সাজ সাজ সেনাগণ সমরের বেশে,
আজি কোন্ শত্রু আসি এ পুর প্রবেশে।

(বিশালাক্ষের প্রস্থান ও পশ্চাৎ ২ দূতের প্রস্থান।)

(একদিক দিয়া অনুরাধের সেনাসহ প্রবেশ—অপরদিক দিয়া সেনা সহ বিশালাক্ষের প্রবেশ)

অনু।—ওরে ও দুরন্ত যক্ষ—আয় আয় রণে?
ঘুচাই রে তৃষা তোর এ তীক্ষ্ণ কৃপাণে!
মদে সদা মত্ত হ'য়ে, কিছু না দেখিস্ চেয়ে,
মস্তক না কর নত দেবের চরণে,
ডাই রে কৃতান্ত আজি তোমারে আহ্বানে!

বিশা।—হয়েছে রে কুলাঙ্গার মরিবারে সাধ!
আসিয়াছ তাই তুমি এই লঙ্কাপুরে,

তব সাধে দেখ বুঝি ঘটে বা বিষাদ !
আমার মনের সাধ—দেখ বুঝি পূরে।
বাঁচিবার সাধ যদি থাকে হে তোমার !
তা হ'লে প্রস্থান কর এ স্থান হইতে,
ছাড়িয়া দিলাম আমি—কিন্তু আর বার,
নাহি দিও পদ তুমি কভু এ ভূমিতে।

অনু ।— মরিতে সত্যই আমি করিয়াছি স্থির !
ঝুঝিয়া আমার সনে লও মম শির।

বিশা ।— আর না করিব ক্ষমা পাপাত্মা তোমারে,
এই অস্ত্রাঘাতে যাও শমন আগারে।

(উভয়ের ঘোরতর রণ—বিশালাক্ষের পতন ও মৃত্যু)

(সহর্ষে অনুরাধের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

লঙ্কাদ্বীপ,—রাজপ্রাসাদ সম্মুখ।

(একদিক দিয়া যক্ষরাজ কালসেনের সেনাগণসহ প্রবেশ—
অপরদিক দিয়া কুবেণী ও বিজয়ের
সেনাগণসহ প্রবেশ)

কাল ।—(সগর্ব্বে)
ধিক্‌লো সতীত্বে তোর ওরে কলঙ্কিনি !
কোন্ গুণে নরে তুই বরিলি পাপিনি ?

আয়লো মন্দভাগিনি, সহ তোর গুণমণি,
প্রেরি যমালয়ে—সেথা দিবস যামিনী,
সুখে গিয়া কর বাস স্বজাতি-ঘাতিনি!

কুবেণী।—(সক্রোধে)
গুহ্যক অধম তুই কি বলিস্ মোরে?
পাঠাবি আমারে তুই শমন আগারে!
অসতী বলিলি মোরে, আমার সতীত্ব তোরে,
দহিবে রে অগ্নিরূপে—রক্ষিয়া আমারে,
এ পাপের ফল দুষ্ট পাইবি অচিরে।
(উভয়ের যুদ্ধ—কালসেনের রণে ভঙ্গ দেওন)

বিজয়।—(সহর্ষে)
ছি ছি লঙ্কেশ্বর! নাহি লাজ হ'ল মনে,
পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিতে এই রমণীর রণে,
নারি হাসি সম্বরিতে, ওহে লঙ্কা অধিপতে!
এ হেন ঘৃণার কাজ করিলে কেমনে!
কি হেতু দাঁড়ায়ে আছ সমর প্রাঙ্গণে?

কাল।—(সক্রোধে)
কি বলিলি নরাধম দস্যু অবতার?
কি হেতু দাঁড়ায়ে আছ সমর মাঝার,—
তুই মম অধিকারে, কি হেতু পশিলি ওরে,
দুষ্ট নিশাচর সম—তার প্রতিদান,
দিব তাই ল'য়ে আছি সুতীক্ষ্ণ কৃপাণ।

বিজয় ।—(সহাস্যে)

জানি আমি তুমি হও এক মহাবীর !
তোমার জ্বালায় লঙ্কা বাসীরা অস্থির !
বীর বলি তাই রণে, নারিলে রমণী সনে,—
সাধ্য থাকে এখনি কাট্‌হ মম শির,
নহে মম অস্ত্রে দান দেহ ও শরীর ।

কাল ।— আয় দস্যু বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
ত্বরায় প্রকাশ কর বীরত্ব আপন,
তুই নরাধম হ'য়ে, পশি যক্ষ-রাজালয়ে,
ফিরিয়া যাইবি ল'য়ে আপন জীবন,
জীবিত থাকিতে আমি না হবে কখন ।

বিজয় ।—সত্য বটে বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন,
অস্ত্রেতে প্রকাশ কর বীরত্ব আপন,
যত অস্ত্র অবহেলে, সহিব এ বক্ষঃস্থলে,
হউক সে সব অস্ত্র যতই ভীষণ,—
তব সম ত্যজিব না সমর প্রাঙ্গণ ।
ধর অস্ত্র,—বিলম্বেতে বল কিবা কাজ,
ত্বরায় যাও হে তথা,—যথা ধর্ম্মরাজ !

(উভয়ের ঘোরতর রণ—যুদ্ধ করিতে করিতে
কালসেনের পলায়ন—পশ্চাৎ পশ্চাৎ
সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

লঙ্কার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র।

(একদিকে জয়সেনের সেনাসহ প্রবেশ—অপর দিকে উরুবেলের সেনা সহ প্রবেশ)

জয় ।— রে পাপিষ্ঠ নরাধম এই লঙ্কাপুরে।
উপনীত হইয়াছ মরিবার তরে!
বড় আশা মনে মনে, কুবেণী সুন্দরী সনে,
থাকিবে প্রফুল্ল মনে বধি যক্ষেশ্বরে!
হবে না আশা পূরণ, এখনি যম ভবন,
দেখিতে হইবে তোরে পশিয়া সমরে।

উরু ।— আয় রে গুহ্যকাধম! আহ্বানি সমরে,
কালান্তক কাল আজি ডাকিছে তোমারে!
তোর বর্ম্মাবৃত বক্ষ, হইবে গৃধিনী ভক্ষ্য,
শৃগাল শকুনি আজি হরিষ অন্তরে,
খাইবে তোমার মাংস অতি তৃপ্তিভরে।
অগ্রেতে বধিয়া আজি পাতকী তোমারে,
পরেতে বধিব তোর পাপিষ্ঠ সোদরে,
বধি আজি লঙ্কেশ্বরে, ল'য়ে দেবী কুবেণীরে,
যুবরাজ বামে সবে বসার আদরে,
শোভিবে সুন্দর দোঁহে সিংহাসনোপরে।

বিলম্বেতে কিবা কাজ,—এস ত্বরা ক'রে,
এখনি পাঠাই তোরে শমন আগারে।

(উভয়ের যুদ্ধ—জয়সেনের পতন ও মৃত্যু)

(যক্ষরাজ কালসেনের সেনাগণ সহ প্রবেশ)

কাল।— (মৃত ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া সচকিতে)
একি এ! সোদর মম পড়ে এ দশায়!
ইহার এ হেন বেশ কে করিল হায়!
আজি অন্যায় সমরে, কে বধিল সহোদরে,
এ দশা দেখিয়া মম হৃদি ফেটে যায়!
অন্তর বেদনা আজি কহিব কাহায়!
উঠ ভাই! উঠে কথা কও একবার,
একমাত্র ছিলে তুমি ভরসা আমার,
ভাসায়ে নয়নজলে, কেমনেতে গেলে চ'লে,
তুমি বিনা এ জগৎ হেরি অন্ধকার,
কে আর আমার আছে বিহনে তোমার।
সুখে দুঃখে ছিলে ভাই মম হিতকারী,
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে ধনুর্দ্ধারী,
আজি রুধিরাক্ত কায়, পড়িয়া আছ ধরায়,
তোমার এ শোক আর সহিতে না পারি,—
চির শান্তি-সুখে আজি বিরাজিছ মরি!
অভিমান করেছ কি আমার উপরে,
নীরবে পড়িয়া তাই আছ ধরা'পরে,

নাই আর মুখে হাসি, ও প্রফুল্ল মুখশশী,
মলিন বিষণ্ণ ভাবে পড়িয়া সমরে,
আর কি জীবিত-মুখ দেখাবে না মোরে।
(উরুবেলের প্রতি)
করেছিস্ এই কাজ তুই রে নিশ্চয়,—
এখন আমার হস্তে যাও যমালয়।
(উভয়ের যুদ্ধ—উরুবেলের রণে ভঙ্গ দেওন)।
(বিজয়ের সেনাগণ সহ প্রবেশ)
(কালসেনের প্রতি)
বিজয়।—ওরে ও নির্লজ্জ তুই পুনঃ এলি রণে!
বীরত্ব প্রকাশ তোর রমণী সদনে,
একবার ভঙ্গ দিলি, পুনঃ কোন্ মুখে এলি,
না পাবি নিস্তার আর সমর প্রাঙ্গণে,
এবার নিশ্চয় তোরে বধিব পরাণে।
(উভয়ের যুদ্ধ—বিজয়ের রণে ভঙ্গ দেওন)
(স্বগতঃ)
হারিনু যক্ষের হস্তে—কি লজ্জা আমার,
বঙ্গের গৌরব রবি ডুবিল এবার।
(নেপথ্যে—জয় ভারতের জয়,—কি ভয়,—কি ভয়,
বঙ্গের সন্তান সব করে লঙ্কা জয়।
(অনুরাধ ও বিজিতের সেনাগণ সহ প্রবেশ)
আয় দুষ্ট দুরাচার যক্ষকুলগ্লানি!
হয় তোর এইবার লইব পরাণি।

নহে আজি চিরতরে, এই স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে,
শয়ন করিব সুখে সমরে আপনি,
লইবে কোলেতে মোরে ধরিত্রী জননী।
অথবা দেবের ইচ্ছা হইবে পূরণ,
অবশ্য লভিব আমি লঙ্কা সিংহাসন,
এই বার এ সমরে, নিশ্চয় শমনাগারে,
করিবি রে যক্ষ তুই অবশ্য গমন,
নিজ ইষ্ট-মন্ত্র তুই স্মর রে এখন।

(উভয়ের যুদ্ধ—কালসেনের পতন ও মৃত্যু)

(সকলের প্রস্থান)



ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(লঙ্কার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের এক পার্শ্ব—বিজয় বন্ধুবর্গ সহিত উপবিষ্ট—বিজয়ের বামে কুবেণী দেবী)

অনুরাধের গীত।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরিল নয়ন।
যুবরাজ বামে শোভে কুবেণী রতন॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে, কুহরে বিটপী'পরে,
আমাদের এ আনন্দে হ'য়ে নিমগন।
পক্ষীকুল ধরি তান, গাইছে মঙ্গল গান,
সরোবরে কুমুদিনী খুলিল বদন॥
শূন্যেতে বিমানে চড়ি, যত কিন্নর কিন্নরী,
আনন্দে গাইছে গান মনের মতন।
স্বর্গে যত দেবগণে, গাইছে প্রফুল্ল মনে,
ওই দেখ স্বর্গ হ'তে হয় পুষ্প বরষণ॥

(কতকগুলি যক্ষরমণী বেষ্টিতা হইয়া যক্ষেশ্বরী পশুমিত্রার প্রবেশ)

কুবেণী।—যক্ষরাণি! কি ভাবিয়া এসেছ এখানে?
ভুলায়ে লইবে বুঝি মম পতি ধনে!
দেখাতে রূপের ডালি, এখানে এসেছ চলি,
ভুলায়ে পতিরে মোর রূপের মোহনে,
বসিবে বিজয় বামে লঙ্কা সিংহাসনে!

পশু।—(সদুঃখে)

যক্ষকুল-কলঙ্কিনি পাপিনি কুবেণী!
বধনা আমারে আর বাক্যবাণ হানি,
একে আমি পতি শোকে, মরিতেছি মনদুঃখে,
শোকের উপরে শোক দিলিরে পাপিনি!
পাইবি ইহার ফল স্বজাতি-ঘাতিনি!
বিধবা করিলি মোরে বিবাহ-বাসরে,
ভাসালি সুখের সাধ শোক-সিন্ধু নীরে,
পতির চরণ বিনা, সতী যে কিছু জানেনা,
সেই পতি দেবতারে বধিলি অচিরে,
পুনশ্চ বধিছ মোরে তীক্ষ্ণ বাক্য-শরে।
(সক্রোধে)
যদি মোর মতি থাকে পতির চরণে,
সতীর বচন যদি দেবগণ শুনে,
তবে মম অভিশাপে, মরিবি রে মনস্তাপে,
ত্যজিবে রে পতি তোর,—শুন কুবদনে!
তখন বুঝিবি শোক পতির বর্জ্জনে।

বিজয়।—ক্ষম অপরাধ দেবি যক্ষের ঈশ্বরি!
পতি তব বীরলোকে বিরাজিছে মরি!
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা, অবশ্য ঘটিল তাহা,
ইথে কিছুমাত্র দোষ ল(ই)ও না সুন্দরী,
ত্যজহ ক্রন্দন,—মুছ নয়নের বারি।

জীবের জনম হ'লে অবশ্য মরণ
হইবে নিশ্চয়,—ইহা বিধির লিখন,
কিন্তু শুন সুবদনে, যে বীর সম্মুখ রণে,
বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে ত্যজয়ে জীবন,
শর শয্যা'পরে করে সুখেতে শয়ন,—
ধন্য ধন্য সেই বীর শুন বরাননে,
অতীব সম্মান তাঁর স্বর্গের ভবনে ;—
কিন্তু কি ভাবিয়া মনে, বল মোরে সুবদনে,
আসিয়াছ আজি তুমি আমার সদনে,
করিব তোমার কার্য্য আমি প্রাণপণে।

পশু।— ত্যজিলাম বৈরীভাব তোমার বচনে,
পতি-হন্তা বলি আর না ভাবিব মনে,
ভিক্ষা এই দেহ মোরে, দেখি গিয়া প্রাণেশ্বরে,
না করে পীড়ন কেহ যক্ষ নারীগণে,
পতির সৎকার হ'ক রাজার সম্মানে।

বিজয়।—নিরাপদে যাও চলি যক্ষেশ-মোহিনি !
যথায় শয়ান তব আছে হৃদি-মণি !
হের গিয়া প্রাণনাথে, সহচরী যাক্ সাথে,
কন্যারূপে মম রাজ্যে থাকুন আপনি,
কেহ না করিবে তব কোনরূপ হানি।

(এক দিকে সহচরীগণ সহ পশুমিত্রার প্রস্থান—
অপরদিক দিয়া কুবেণী, বিজয় ও অপর সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রণক্ষেত্র।

সহচরীগণ বেষ্টিতা হইয়া যক্ষেশ্বরী

পশুমিত্রার প্রবেশ।

(যক্ষেশ্বরের মৃতদেহের উপর পতিতা হইয়া
পশুমিত্রার রোদন)

পশু।—(রোদন করিতে ২)

কোথা মম প্রাণেশ্বর ! এই অভাগীরে,
কেমনে ত্যজিলে বল বিপক্ষ মাঝারে ;
কি দোষ করেছি পদে, কেমনে মোরে বিপদে,
ফেলিয়া চলিয়া গেলে নিদয় অন্তরে,
কেননা সম্ভাষ আর এই অধিনীরে।
কত কথা বলি নাথ কাল এতক্ষণ,
মোহিত করিলে এই অধিনীর মন,
আজি জনমের মত, লইয়াছ মৌনব্রত,
আর না কহিবে কথা জনমে কখন,
আর না করিবে মোরে প্রিয় সম্ভাষণ।
কি কাজ তবে হে নাথ রাখি এ জীবন !
(তুমি হও অধিনীর অনন্য শরণ,)
পথশ্রান্তি হ'লে পরে, কে সেবিবে আপনারে,

সঙ্গে লও এ দাসীরে সেবিবে চরণ,
দাসীর সেবায় হবে কষ্ট নিবারণ।
এ দারুণ প্রাণ-পাখি কঠিন এমন!
বাহির না হ'ল শুনি স্বামীর নিধন,
কোন্ সুখে এ পিঞ্জরে, আছিস্ রে বাস ক'রে,
যার পাখি—সেই তোরে করেছে বর্জ্জন,
কেবা আর তোরে পাখি করিবে যতন?
যাও পাখি, যাও যথা মম প্রাণধন!
ত্বরায় কর রে পাখি তথায় গমন।
যাও পাখি দ্রুত হ'য়ে, নিত্যানন্দ ধামে গিয়ে,
প্রাণভ'রে প্রাণনাথে কর দরশন,
নেহারি তাঁহারে সুস্থ হইবি তখন।
আর কেন সখিগণ! রয়েছ দাঁড়ায়ে,
সকলে মিলিয়া চিতা দেহ সাজাইয়ে,
চিতার অনলে পশি, নাশি সব দুঃখরাশি,
কি সুখ হেথায় আর প্রাণেশে হারায়ে,
যাইব প্রাণেশ যথা,—মিলি তথা গিয়ে।
সখিগণ! সবে মোরে দেও হে বিদায়!
অপরাধ ক'রে থাকি ক্ষম হে আমায়!
কভু না আসিব আর, বলিতে হে বার বার,
এই শেষ আজ্ঞা মোর পাল আঁটিরায়,
প্রাণনাথ সনে আমি মিলিগে ত্বরায়।

গীত।

কেন ওহে প্রাণনাথ ত্যজিলে আমায় !
কি দোষ করেছে দাসী বল তব পায় ॥
কোথা গেলে প্রাণকান্ত, আমারে কে করে শান্ত,
বিবাহ-বাসরে দাসী, হারাল তোমায়।
কত সাধ ছিল মনে, ল'য়ে নাথ তোমা ধনে,
বঞ্চিব সুখের নিশি, বিধি বাদী তায় ॥—
সাধিল বিষম বাদ, ঘটিল আজি বিষাদ,
সাধে হয় পরমাদ, কপালেতে হায় !
কি করিব পোড়া প্রাণে, দহিতেছি মনাগুনে,
যে অনল জ্বলে হৃদে, কহিব কাহায় ॥
উঠ নাথ কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও,
তৃষিত চাতকী সম হইয়াছি হায় !
কোথা গেলে গুণমণি, আজি এই অনাথিনী,
তব শোকে বিষাদিনী, কে শান্তে তাহায় ॥
ওরে নিদারুণ প্রাণ, এখনি কর প্রয়াণ,
যথা মম প্রাণনাথ, যাওরে তথায়।
নিত্যানন্দ ধামে গিয়ে, প্রাণনাথে নেহারিয়ে,
চিরশান্তি সুখে তুমি, বিরাজ তথায়।

(যবনিকা পতন)

সমাপ্ত।

—০:০*০:০—

APPENDIX.

CHAPTER I.

THE GENEALOGY AND LANDING OF WIJAYO. (বিজয়)

IN the land of Wango,*(বঙ্গ) in the capital of Wango,(বঙ্গ) there was formerly a certain Wango(বঙ্গ) king. The daughter of the king Kalinga was the principal queen of that monarch.

That sovereign had a daughter (named Suppadevi) by his said queen. * * * * *
* * * * * * * * *

This (princess) while taking a solitary walk, unattended and disguised, decamped under the protection of a caravan chief who was proceeding to the Magadha country.

In a wilderness in the land of Lala,† a lion chased away the caravan chief. The rest fled in opposite directions. She (advanced) in that in which the lion approached.

* * * * * * * * *

This princess gave birth two twins, a son and a daughter. * * * * * * *

She subsequently called him by the name of Sínhabahu, and the daughter Sínhasíwali.

This son, in his sixteenth year, inquiring of his mother regarding a doubt raised in his mind. "my

---

* Wango, one of the divisions of the ancient *Majjhadeso*. In P. Wilson's Dictionary "Bengal, or the eastern parts of the present province."

† Lala situated between *Wango* (*Bengal*) and Magadha (Behar.)

mother" said he, "from what circumstance is it, that between thyself, our father and ourselves, there is a dissimilarity?" She disclosed all to him. "Why then do we not depart?" replied he, "Thy father," she rejoined. * * * * * *

He taking that * * * * * on his shoulders, proceeded and returned a distance of fifty yójanas on the same day. * * * placing his mother on her right shoulder and his sister on the left, he quickly departed.

Covering the nakedness with leaves, they proceeded to a provincial village. At that time (prince Anuro*) the son of the princess's maternal uncle was there. This minister, the standard-bearer of the king of Wango, was present at this provincial village, superintending cultivation, seated under a wato† tree. The royal standard-bearer seeing their condition, made inquiries. They replied, "We are the inhabitants of the wilderness." He bestowed clothing on them, which (clothes) by the virtue of their piety, became of the greatest value. He gave dressed rice in leaves, which became vessels of gold.

The minister astonished by this (miracle), inquired of them, "Who are ye?" The princess narrated to him her birth and lineage. This royal standard-bearer taking with him this daughter of his father's (younger) sister, conducted her to the city of Wango, and made her his wife.

* * * * * *

A lion entered the provincial villages; and whatever villages he visited, he chased away the people. The inhabitants of the villages repairing to (the capital), thus implored of the king: "A lion is laying waste thy country: sovereign lord, arrest this (calamity)." Not being able to find any person to slay

---

* Anuro the standard-bearer of the king of *Wango.*

† Wato also called *Nigrodha. Ficus indica.*

him, placing a thousand pieces (of money) on the back of an elephant, he proclaimed through the city, "Let it be given to the captor of the lion." In the same manner, the king successively (offered) two thousand and three thousand pieces. The mother on two * * occasions prevented the * * youth (from undertaking the enterprise). On the third occasion, without consulting his mother, he accepted the offer; and a reward of three thousand pieces was (thus) bestowed on him to put * * * to death. (The populace) presented this prince to the king. The monarch thus addressed him: "On the lion being destroyed, I bestow on thee that country." He having proceeded to the door of the den, and seeing at a distance the lion approaching, * he (Sínhabahu) let fly his arrow at him. On account of the merit of the lion's * intentions, the arrow, recoiling in the air, fell on the ground at the feet of the prince. Even until the third effort, it was the same. Then the king of animals losing his self-possession (* * * * * *) the impelled arrow, transpiercing his body, passed through him. (Sínhabahu) returned to the city, taking the head of the lion with the name attached thereto. This occurred on the seventh day after the death of the king of Wango.

The monarch having left no sons, and no virtuous ministers exulting in this exploit (of the prince), having ascertained that he was the grandson of the king, and recognized his mother (to be the king's daughter) they assembled, and with one accord, intreated of the prince Sínhabahu, "Be thou king." He having accepted the sovereignty, and conferred it on (Anuro) the husband of his mother, taking with him Sínhasíwali, he himself departed for the land of his nativity. There he founded a city which was called Sínhapura. In a wilderness a hundred yójanas

in extent, he formed villages (in favorable situations for irregation). In that capital of the land of Lala, making Sinhasiwali his queen consort, the monarch Sinhabahu administered the sovereignty. This queen in due course, gave birth on sixteen occasions to twin children. The eldest was named Wijayo, the second was named Sumittro ;—altogether thirty-two children. At the proper age, the sovereign installed Wijayo in the office of sub-king.

Wijayo became a lawless character, and his retinue were the same: they committed memberless acts of fraud and violence. The nation at large incensed at this proceeding, represented the matter to the king. He censured them (the prince's followers) and his son he severely reprimanded. In all respects the same occurred a second time. On the third occasion, the nation enraged, thus clamoured: "Execute thy son." The king compelling Wijayo and his retinue, seven hundred in number, to have the half of their heads shaved, and having them embarked in a vessel, sent them a drift on the ocean. In the same manner (in a second vessel) their wives. In like manner their children (in a third.) These men, women, and children, drifting in different directions, landed and settled in different countries. Be it known, that the land in which the children settled is Naggadipa. The land in which the wives settled is Mahindro. Wijayo himself landed at the port of Supparaka (in Jambudipo), but (dreading the hostility of the natives) on account of the lawless character of his band, he re-embarked in his vessel. This prince named Wijayo, who had then attained the wisdom of experience, landed in the division Tambrapanni of this land Lanka,* on the day that the successor (of former Buddhos) reclined in the arbor of the two delightful sal trees, to attain "nirbbanan."

* Lanka the oldest name of Ceylon.

CHAPTER II.

THE REIGN OF WIJAYO.

THE ruler of the world, having conferred blessings on the whole world, and attained the exalted, unchangeable *nirbbana*, seated on the throne on which *nirbbana* is achieved, in the midst of a great assembly of dévatas, the great divine sage addressed this celebrated injunction to Sakka, who stood near him:

"One Wijayo, the son of Sinhabahu, king of the land of Lala, together with seven hundred officers of state, has landed on Lanka. Lord of dévos? my religion will be established in Lanka. On that account thoroughly protect, together with his retinue, him and Lanka."

The devoted king of dévos having heard these injunctions of the successor (of former Buddhos) assigned the protection of Lanka to the dévo Uppalawanno (উৎপলবর্ণ) (Vishnu). He, in conformity to the command of Sakko, instantly repaired to Lanka, and in the character of a *paribrajaka* * (devotee) took his station at the foot of a tree.

With Wijayo at their head, the whole party approaching him, inquired, "Pray, devotee, what land is this?" He replied, "The land Lanka." Having thus spoke, he blessed them by sprinkling water on them out of his jug; and having tied (charmed) threads on their arms, departed through the air.

A menial yakkhini (named Kali) assuming a canine form, presented herself. One (of the retinue) though interdicted by the prince, followed her, saying, "In an inhabited village (alone) are there dogs." There (near a tank) her mistress, a yakkhini named Kuwéni,

---

* Paribrajaka, a religious mendicant.

was seated at the foot of a tree spinning thread, in the character of a devotee.

Seeing this tank and the devotee seated near it, he bathed and drank there; and while he was taking some (edible) roots and water from that tank, she started up, and thus addressed him: "Stop, thou art my prey." The man, as if he was spell-bound, stood without the power of moving. By the virtue of the charmed thread, she was not able to devour him; and though intreated by the yakkhini, he would not deliver up the thread. The yakkhini then cast him bellowing into a subterraneous abode. In like manner, the seven hundred followers also, she one by one lodged in the same place.

All these persons not returning, Wijayo becoming alarmed, equipping himself with the five weapons of war, proceeded after them; and examining the delightful pond, he could perceive footsteps leading down only into the tank; and he there saw the devotee. It occurred to him: "My retinue must surely have been seized by her," "Pray, why dost thou not produce my ministers?" said he. "Prince" she replied, "from ministers what pleasures canst thou derive? Do drink and bathe (ere) thou departest." Saying to himself, "even my lineage, this yakkhini is acquainted with it," rapidly proclaiming his title, and bending his bow, he rushed at her. Securing the yakkhini by the throat with a "narachana*" ring, with his left hand seizing her by the hair, and raising his sword with his right hand, he exclaimed, "Slave, restore me my followers, (or) I will put thee to death. The yakkhini terrified, implored that her life might be spared. "Lord! spare my life; on thee I will confer this sovereignty; unto thee I will render the favors of my sex; and every other service according to

* Narachana, a ring with a rope attached to it, to serve for a noose.

thy desire." In order that he might not be involved in a similar difficulty again, he made the yakkhini take an oath. (Thereafter) while he was in the act of saying, "instantly produce my followers," she brought them forth. Declaring "These men must be famished," she distributed rice and a vast variety of other articles (procured) from the wrecked ships of mariners, who had fallen a prey to her.

The followers having dressed the rice and victuals, and having served them to the prince, the whole of them also feasted thereon. She likewise having partaken of the residue of the meal bestowed on her by the prince, excited to the utmost pitch of delight, transformed herself (into a girl) of sixteen years of age, and decorating her person with innumerable ornaments, lovely as Maranga herself, and approaching him, quickly inflamed the passion of the chief. Thereupon, she caused a splendid bed, curtained as with a wall, and fragrant with incense, to spring up at the foot of a certain tree. Seeing this proceedure, and foreseeing all the future advantages that were to result to him, he passed the night with her. There, his seven hundred followers on that night slept, outside the curtain surrounding their sovereign. This (destined) ruler of the land, while reposing there with the yakkhini, hearing the sounds of song and music, inquired of the yakkhini regarding the same. Thereupon, she being desirous of conferring the whole sovereignty on her lord, replied, "I will render this Lanka habitable for men. In the city Siriwatha,* in this island, there is a yakkha sovereign (Kalaséno), and in the yakkha city (Lankapura†) there is (another) sovereign. Having conducted his daughter (Pasumittra) thither, her mother (Kondanamika) is now bestowing that daughter at a marriage festival on the sovereign there (at Siriwattha). From that circumstance there is a

* Siriwatha one of the ancient cities of Ceylon.
† Lankapura the ancient capital of Lanka.

grand festival in an assembly of yakkhos. That great assemblage will keep up that revel, without intermission, for seven days. This revel of festivity is in that quarter. Such an assemblage will not occur again; Lord! this very day extirpate the yakkhos." Hearing this advice of hers, the monarch replied to her; "Charmer of my affections, how can I destroy yakkhos, who are invisible?" "Prince," replied she, "placing myself in the midst of those yakkhos, I will give a shout. Guided by the direction of that signal, deal out thy blows: by my supernatural power, they shall take effect on their bodies." This prince proceeding to act accordingly, destroyed the yakkhos. The king having put (Kalaséno), the chief of the yakkhos, to death, assumed his (court) dress. The rest of his retinue dressed themselves in the vestments of the other yakkhos. After the lapse of some days, departing from the capital of the yakkhos, and founding the city called "Tambrapani,*" (Wijayo) settled there.

At the spot where the seven hundred men, with the king at their head, exhausted by (sea) sickness, and faint from weakness, had landed out of the vessel, supporting themselves on the palms of their hands pressed on the ground, they sat themselves down. Hence to them the name of "Tambawannapanayo," (copper-palmed, from the color of the soil). From this circumstance that wilderness obtained the name of "Tambrapani." From the same cause also this renowned land became celebrated, (under that name).

By whatever means the monarch Sinhabahu slew the "Sinha" (lion), from that feat, his sons and descendants are called "Sinhala"† (the lion slayers). This Lanka having been conquered by a Sinhala,

* Tambrapani also a name of Ceylon.

† Sinhala, the name given to Ceylon subsequent to the landing of Wijayo, from *Sinha*, the lion.

from the circumstance also of its having, been colonized by a Sinhala, it obtained the name of "Sinhala."

Thereafter the followers of the prince formed an establishment, each for himself, all over Sinhala. On the bank of the Kadamba* river, the celebrated village called (after one of his followers) Anuradho. To the north thereof, near that deep river, was the village of the brahmanical Upatisso,† called Upatissa.‡

Then the extensive settlements of Uruwéla and Wijito; (each) subsequently a city.

Thus these followers having formed many settlements, giving to them their own names; thereafter having held a consultation, they solicited their ruler to assume the office of sovereign. The king, on account of his not having a queen consort of equal rank to himself, was indifferent at that time to his inauguration.

All these chiefs, incited to exertion by their anxiety for the installation of the prince, sent to the southern Madhura (a deputation with) gems and other presents.

These individuals having repaired thither, obtained an audienee of (king) Panduwo,¶ and delivering the presents, they announced their mission, thus addressing him: "It is for a royal virgin. The son of Sinhabahu, named Wijayo, has conquered Lanka: to admit of his installation, bestow thy daughter on us."

The king Panduwo having consulted with his ministers, (decided that) he should sent to him (Wijayo) his own daughter Wijayi, and for the retinue of that (king) one less than seven hundred daughters of his nobility.

---

* Kadamba river near which Anuradhapura is situated.

† Upatisso, an officer of Wijayo.

‡ Upatissa, one of the ancient capitals of Ceylon, situated to the north of Anuradhapura.

¶ Panduwo, the king of southern Madhura.

"Those (said he, among you) who are willing to send your daughters to renowned Sinhala, send them:—Let them be quickly ranged before their doors decorated in their best attire." Having bestowed many presents on their fathers, he, with their incurrence, assembled the maidens (at the palace), and causing his own daughter to be decorated with every description of gold ornaments befitting her sex and exalted rank, he bestowed on her, as dowry, elephants, horses, chariots, and slaves. With eighteen officers of state, together with seventy-five menial servants (being horse-keepers, elephant-keepers, and charioteers), the monarch dispatched these (maidens) bestowing presents on them. All these persons having embarked in a vessel, from the circumstance of great con-courses of people landing there, the port (at which they debarked) obtained the name of Mahatirtha.

This daughter of Panduwo arrived when the yakkhini, by her connection with Wijayo, had borne him two children:—a son (Jiwahatto) and a daughter (Disala).

The prince receiving the announcement of the arrival of this royal maiden, and considering it impossible that the princess could live with him at the same time with the yakkhini, he thus explained himself to Kuweni. "A daughter of royalty is a timid being; on that account, leaving the children with me, depart from my house." She replied, "On thy account, having murdered yakkhos, I dread these yakkhos: now I am discarded by both parties, whither can I betake myself?" "Within my dominions (said he) to any place thou pleasest, which is unconnected with the yakkhos; and I will maintain thee with a thousand bali offerings." She who had been thus interdicted (from re-uniting herself with the yakkhos) with clamourous lamentation, taking her children, with her, in the character of an inhuman being,

wandered to that very city (Lankapura) of inhuman inhabitants. She left her children outside the yakkha city. A yakkha who detested her, recognizing her in her search for a dwelling, went up to her. Thereupon another fierce yakkha, among the enrage. yakkhos (asked): "It is for the purpose of again and again spying out the peace we enjoy thatshe is come ?" In his fury, he killed the yakkhini with a blow of his open hand. Her uncle, a yakkho (named Kumaro) happening to proceed out of the yakkha city seeing these children outside the town, "Whose children are ye ?" said he. Being informed, "Kuweni's" he said, "your mother is murdered: if ye should be seen here, they would murder you also: fly quickly" Instantly departing thence, they depaired to the (neighbourhood of the) Sumanakuto (Adam's peak.) The elder having grown up, married his sister, and settled there. Becoming numerous by their sons and daughters, under the protection of the king they resided in that Malaya district. This person (Jiwahatto*) retained the attributes of the yakkhos.

The ambassadors of king Panduwo presented to prince Wijayo the princess and other presents.

Wijayo paid to the ambassadors every mark of respect and attention. According to their grades or castes, he bestowed the virgins on his ministers and his people.

All the nobles having assembled, in due form inaugurated Wijayo into the sovereignty, and solemnized a great festival of rejoicing.

Thereafter the monarch Wijayo invested, with great pomp, the daughter of king Paduwo with the dignity of queen consort.

On his nobles he conferred riches: on his father-in-law (king Panduwo) he bestowed annually chanks and pearls, in value two lacks.

* Jiwahatto, son of Wijayo by Kuweni.

This sovereign Wijayo, relinquishing his former vicious course of conduct, and ruling with perfect justice and righteousness over the whole of Lanka, reign uninterruptedly for thirty-eight years in the city of Tambrapani.

CHAPTER III.

The reign of Panduwaso.

This great monarch Wijayo when he arrived at the last year of his existence, thus meditated: "I am advanced in years, and no son is born unto me. Shall the dominion acquired by my exertions, perish with my demise? For the preservation of the dynasty, I ought to send for my brother Sumittro:" thereupon, consulting with his ministers, he dispatched a letter of invitation thither: and shortly after having sent that letter, he went to the world of the devos.

On his demise, these ministers waiting for the arrival of the royal personage (who had been invited by the late king), righteously governed the kingdom, residing at Upatissa.

From the death of king Wijayo, and prior to the arrival of that royal personage, this land of Lanka was kingless for one year.

In the city of Sinhapura, by the demise of king Sinhabahu, his son Sumittro was the reigning sovereign. By the daughter of the king of Madda, he had three sons. The ambassadors (of Wijayo) having reached Sinhapura, delivered their letter to the king. The monarch having heard the contents of the letter (read), thus addressed his three sons; premising many things in praise of Lanka: "My children, I am advanced in years: repair one of you to Lanka the realm of my brother, which possessess every (natural) advantage: on his demise rule there over that splendid kingdom."

প্রাপ্তি স্বীকার।

এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সাহার্য্যার্থ যে সকল সাহিত্যানুরাগী কাব্যামোদী মহোদয়গণ অর্থ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

টু হিজ হাইনেস দি মহারাজা লছমীশ্বর সিং বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গা	... ...	২৫৲
অনরেবল স্যার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, ভবানীপুর	...	১০৲
মহারাজা রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, নশীপুর, মুর্শিদাবাদ		১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু অনাথ নাথ মল্লীক, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা		১০৲
" " গুরুপ্রসন্ন ঘোষ " "	...	৬৲
" " প্রমদাদাস মিত্র, বেণারস, চৌখম্বা	...	৫৲
" " মোক্ষদাদাস মিত্র, " "	...	৫৲
" " শরৎচন্দ্র মণ্ডল, চুঁচুড়া, যোড়াঘাট	...	৫৲
" " উপেন্দ্রনাথ বসু, চৌখম্বা, বেণারস	...	২৲
" " নীলমাধব রায়, সিকরোল, বেণারস	...	২৲
মিষ্টার বি, দে, বালেশ্বর,	... ...	২৲
শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা		২৲
" " রমানাথ ঘোষ, পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা		২৲
" " অক্ষয়কুমার ঘোষ, " "	...	২৲
" " ত্রৈলক্ষ্যনাথ ঘোষ, " "	...	২৲
" " বীরেশ্বর দত্ত, নিমতলাঘাট, কলিকাতা	...	২৲
" " সি, সি, দত্ত, " "	...	২৲
নন্দলাল গোস্বামী, শ্রীরামপুর,	...	২৲
" " মণিমোহন সেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ		২৲

এতদ্ব্যতীত কয়েকজন সাহিত্যানুরাগী কাব্যামোদী মহোদয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের পূর্ব্বে ১৲ এক টাকা করিয়া অগ্রিম মূল্য-স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন, স্থানাভাব বশত তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল না।